বর্ণবোধ।

দ্বিতীয়ভাগ।

শ্রীবেণীমাধব দাস কর্ত্তৃক

প্রণীত।

কলিকাতা

আহীরীটোলা লেনের ১০ নম্বর বাটীতে

শ্রীযুত বেণীমাধব দের

বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত।

শকাব্দা ১৭৮০।

সূচীপত্র।

প্রকরণ | পৃষ্ঠা

সন্ধি ও শব্দাদির প্রকরণ।

বর্ণ নির্ণয়।

অ আ ক খ গ ইত্যাদি এক একটীকে বর্ণ বলে। বর্ণ দুই অংশে বিভক্ত হয় স্বর এবং ব্যঞ্জন।

স্বর বর্ণ।

১। যে সকল বর্ণ অন্য বর্ণের আশ্রয় ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র উচ্চারিত হয় তাহাদিগকে স্বরবর্ণ বলে। অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ এ ঐ ও ঔ এই সমুদয়কে স্বর বলে। তন্মধ্যে অ ই উ ঋ ঌ এই পাঁচটি হ্রস্ব-স্বর (১) আর আ ঈ ঊ ৠ এ ঐ ও ঔ এই আটটি দীর্ঘ স্বর হয়। অ ই উ ঋ ঌ এ ঐ ও ঔ ইহারা উচ্চারণ ভেদে প্লুতসংজ্ঞা হয়। প্লুতো যথা দূরাহ্বানেচ গানেচ রোদনেচ প্লুতোমতঃ অর্থাৎ

(১) একমাত্রোভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনং চার্দ্ধমাত্রকং॥

দূর হইতে আহ্বান গান কালীন এবং রোদনেতে প্লুতস্বর হয়। ৯ কার দীর্ঘ হয় না যেহেতু ৯কার-দ্বয় যোগে দীর্ঘ ঋকার হয়, এপ্রযুক্ত ৯ কার কেবল হ্রস্ব ও প্লুত হয়। মহাত্মা বোপদেব এবং অন্যান্য বৈয়াকরণ মতে দীর্ঘ ৯কারও প্রয়োগ হইতে পারে, এই রূপে সমুদয় স্বর ত্রয়োবিংশতি প্রকার হয়। প্রত্যেক হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত যে স্বর ইহারা একৈক উচ্চ নীচ ও তির্য্যগরূপে যে ত্রিবিধ উচ্চারণ তৎপ্রযুক্ত উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত ভেদে (২) ভিন্ন হইয়া নব প্রকার হয়। এবং সানুনাসিক ও নিরনুনাসিক রূপ দ্বিবিধ ভেদে প্রত্যেক অষ্টাদশ প্রকার হয়। এই রূপে স্বরসকল উচ্চারণ ভেদে মতান্তরে নানাপ্রকার হইতে পারে।

(২) উচ্চৈরুদ্মার্গণোবায়ু রুদাত্তং কুরুতেস্বরং
নীচৈর্গতোহনুদাত্তঞ্চ স্বরিতং তির্য্যগাগতঃ॥

অং অঃ (৩) এই যে বিন্দু এবং দ্বিবিন্দু মাত্র বর্ণ ইহাদিগকে অনুস্বার ও বিসর্গ কহে। এই দুই বর্ণ হলজন্য কিন্তু স্বর ধর্ম্মাক্রান্ত, যে হেতু অকারাদি ত্রয়োদশ বর্ণ যেমন পূর্ব্বেতে বর্ণ পাইলে প্রায় স্বয়ং স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে পারে না। তেমনি অনুস্বার ও বিসর্গ এই দুই বর্ণ স্বাতন্ত্র্যে থাকিতে পারে না অতএব বর্ণ পাঠে এই দুই বর্ণ অকারের সহিত পাঠের হেতু এই।

(৩) অনুস্বার ও বিসর্গ এই দুই বর্ণের অপর নাম বিন্দু বিসর্জ্জনীয়। এই দুই বর্ণ সচরাচর স্বরবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে কিন্তু বস্তুতঃ এই দুই বর্ণ স্বর বর্ণ মধ্যে গণনা হইতে পারেনা। *এই বিষয় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণীত ব্যাকরণ কৌমুদী দৃষ্টিপাতে সংশয় ভঞ্জন হইতে পারিবেক।* বিসর্গের আর দুই রূপ আছে একের নাম জিহ্বামূলীয় অন্যের নাম উপাধ্মানীয়। ক ও খকারের পূর্ব্ববর্ত্তী বিসর্গকে জিহ্বামূলীয় শব্দে কহা যায় তাহার লিখন বজ্রাকৃতি। এবং প ও ফকারের পূর্ব্ববর্ত্তী বিসর্গকে উপাধ্মানীয় রূপে কহে তাহার লিখন গজকুম্ভাকৃতি।

ব্যঞ্জন বর্ণ।

২। যে সমস্ত বর্ণ স্বর বর্ণের আশ্রয় বিনা স্বতন্ত্র উচ্চারিত হয় না তাহাদিগকে ব্যঞ্জন বর্ণ বলে (৪) ক খ গ ঘ ঙ, চ ছ জ ঝ ঞ, ট ঠ ড ঢ ণ, ত থ দ ধ ন, প ফ ব ভ ম, য র ল ব, শ ষ স হ এই সমুদয় বর্ণকে ব্যঞ্জন বলে। তন্মধ্যে ক অবধি মকার পর্য্যন্ত পঞ্চবিংশতি বর্ণকে স্পর্শবর্ণ বলে। স্পর্শবর্ণ সকল পাঁচ বর্গে বিভক্ত হয়। ক আদি পঞ্চবর্ণের ক বর্গ সংজ্ঞা হয়, চ আদি পঞ্চবর্ণের চ বর্গ সংজ্ঞা হয়, ট আদি পঞ্চবর্ণের ট বর্গ সংজ্ঞা হয়, ত আদি

(৪) এই কারণ ব্যঞ্জনবর্ণ সকলকে শৈব দর্শনাদি শাস্ত্রে পুরুষ করিয়া কহিয়াছেন এবং ঋ ঌ ব্যতিরিক্ত স্বর সকলকে প্রকৃতি করিয়া কহিয়াছেন। যেমন পুরুষ প্রকৃতির আশ্রয় ব্যতিরেকে কখনই সক্রিয় হইতে পারে না তেমনি স্বরশক্তির আশ্রয় ব্যতিরেকে কখনই ব্যঞ্জন বর্ণ সক্রিয় হইতে পারে না, অর্থাৎ উচ্চারণ যোগ্য হইতে পারে না। ঋ ঌ স্ত্রী পুং ধর্ম্মিত্ব প্রযুক্ত নপুংসক করিয়া কহিয়াছেন।
স্বরবর্ণকে অচ্ এবং ব্যঞ্জনবর্ণকে হস্ অথবা হল বলা যায়। বৈয়াকরণ দিগের সমাহার

পঞ্চবর্ণের তবর্গ সংজ্ঞা হয়, এবং প আদি পঞ্চবর্ণের পবর্গ সংজ্ঞা হয়। য র ল ব এই চারি বর্ণকে অন্তঃস্থ এবং কেহবা ঈষৎস্পৃষ্ট কিম্বা অর্দ্ধস্বর কহে, শ ষ স হ ইহাদিগকে উষ্মবর্ণ কহা যায়। বর্গের প্রথম তৃতীয় এবং পঞ্চম বর্ণ আর য র ল এই অষ্টাদশ বর্ণকে অল্পপ্রাণ কহে, এতদ্ভিন্ন আর সমুদয় মহাপ্রাণ হয়। উক্ত অল্প ও মহাপ্রাণবর্ণ পুনর্ব্বার বিবার ও সংবার সংজ্ঞায় বিভক্ত হয়। বর্গের প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্ণ আর শ ষ স এই ত্রয়োদশ বর্ণ বিবার কিম্বা

সংজ্ঞায় অচ্ অর্থে অ ই উ ঋ ঌ এ ও ঐ ঔ চ বুঝায়, অর্থাৎ সমুদয় স্বর বর্ণকেই বুঝায় এই কারণ স্বর বর্ণকে অচ্ বলা যায়। হস্ যথা হ য ব র ল, ঞ ণ ন ঙ ম, ঝ ঢ় ধ ঘ ভ, জ ড় দ গ ব, খ ফ ছ ঠ থ, চ ট ত ক প, শ ষ স অর্থাৎ হয়ের মধ্যস্থিত যে সকল বর্ণ তাহা ক অবধি হকার পর্য্যন্ত তৎসমুদাই ব্যঞ্জন বর্ণ এই কারণ ব্যঞ্জন বর্ণকে হস্ বলা যায়। কেহ কেহ কহেন যে হকারের পর আর একটী লকার আছে, এতজ্জন্য ব্যঞ্জন বর্ণকে হল বলা যায়।

অঘোষসংজ্ঞা হয়। বর্গের তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ এবং য র ল ব হ এই বিংশতি বর্ণকে সংবার কিম্বা অঘোষ বলা যায়। ক্ ও ষ এই দুই বর্ণ মিলিত হইয়া ক্ষ হয়, বস্তুতঃ ক্ষ সংযুক্ত বর্ণ কিন্তু অসংযুক্ত বর্ণের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এতদপ্রযুক্ত বৈয়াকরণেরা ইহাকে এক স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া গণনা করেন না।

বর্ণের উচ্চারণ স্থান নিয়ম।

কণ্ঠ্যবর্ণ।

অ আ হ।

জিহ্বামূলীয় বর্ণ।

ক খ গ ঘ ঙ।

তালব্য বর্ণ।

ই ঈ চ ছ জ ঝ ঞ য শ।

মূর্দ্ধন্য বর্ণ।

ঋ ৠ ট ঠ ড ঢ ণ র ষ।

দন্ত্য বর্ণ।

ঌ ত থ দ ধ ন ল স।

ওষ্ঠ্য বর্ণ।

উ ঊ প ফ ব ভ ম।

কণ্ঠ্য তালব্য বর্ণ।

এ ঐ।

কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ।

ও ঔ।

দন্ত্যৌষ্ঠ্য বর্ণ।

ব

ঙ ঞ ণ ন ম ইহারা জিহ্বামূল তালু প্রভৃতির ন্যায় নাসিকাতেও উচ্চারিত হয় এতদ্প্রযুক্ত ইহাদিগকে অনুনাসিক বর্ণ বলে; এবং অনুস্বার ও চন্দ্রবিন্দু যুক্ত বর্ণও সানুনাসিক উচ্চারিত হয়। বিসর্গ আশ্রয় স্থানভাগী অর্থাৎ যখন যে স্বরবর্ণকে আশ্রয় করিয়া থাকে সেই স্বরবর্ণের উচ্চারণ স্থানই বিসর্গের উচ্চারণ স্থান হয়।

সন্ধি প্রকরণ।

দুই বর্ণ পরস্পর মিলনের নাম সন্ধি। সন্ধি তিন প্রকার হয় স্বরসন্ধি, হলসন্ধি, এবং বিসর্গ সন্ধি (১)।

(১) কোন কোন বৈয়াকরণ মতে সন্ধি চারি প্রকার হয় স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি, অনুস্বার সন্ধি, এবং বিসর্গসন্ধি, স্বরবর্ণে স্বরবর্ণে যে সন্ধি হয় তাহাকে স্বর সন্ধি বলে, ব্যঞ্জনবর্ণে ব্যঞ্জনবর্ণে অথবা ব্যঞ্জনবর্ণে ও স্বরবর্ণে যে সন্ধি হয়, তাহাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে, অনুস্বারের সহিত স্বর ও হলবর্ণের যে সন্ধি তাহার নাম অনুস্বারসন্ধি এবং বিসর্গের সহিত স্বর কিম্বা ব্যঞ্জন বর্ণ মিলন হইলে বিসর্গ সন্ধি হয়। অনুস্বার ও বিসর্গসন্ধির কার্য্যই ব্যঞ্জন বর্ণ যেহেতু ন এবং ম এই দুই বর্ণ স্থানে অনুস্বার হয়, র এবং স এই দুই বর্ণ স্থানেই বিসর্গ হয়, অতএব অনুস্বার ও বিসর্গসন্ধি ব্যঞ্জন সন্ধি মধ্যে পরিগণিত হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ কিন্তু প্রাচীন বৈয়াকরণদিগের মতে বিসর্গ সন্ধি এক স্বতন্ত্র প্রকরণে নির্দ্দিষ্ট আছে, তৎ প্রযুক্ত বিসর্গ সন্ধির প্রকরণ স্বতন্ত্রই রাখিলাম।

স্বর সন্ধি।

১। যদি অকার এবং আকারের পর অকার কিম্বা আকার থাকে তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয়। আকার পুর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা মুর—অরি মুরারি, সুর—আচার্য্য সুরাচার্য্য, দয়া—অর্ণব দয়ার্ণব, মহা—আশয় মহাশয়।

২। যদি হ্রস্ব এবং দীর্ঘ ঈকারের পর ই কিম্বা ঈ থাকে তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ ঈকার হয়। ঈকার পুর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা হরি—ইষ্ট হরীষ্ট, গিরি—ঈশ গিরীশ, মহতী—ইচ্ছা মহতীচ্ছা, লক্ষ্মী—ঈশ লক্ষ্মীশ।

৩। যদি হ্রস্ব এবং দীর্ঘ ঊকারের পর উ কিম্বা ঊ থাকে তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ ঊকার হয়। ঊকার পুর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা বিষ্ণু—উৎসব বিষ্ণূৎসব, বহু—ঊন বহূন, সয়ম্ভু—উদয় সয়ম্ভূদয়, ভু—ঊর্দ্ধ ভূর্দ্ধ।

৪। যদি হ্রস্ব কিম্বা দীর্ঘ ঋকারের পর ঋ কিম্বা ৠ থাকে তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ

ৠকার হয়। ৠকার পুর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা ধাতৃ—ঋদ্ধি ধাতৄদ্ধি, পিতৃ—ঋণ পিতৄণ ইত্যাদি। এবং ঋকারের পর ৯কার থাকিলেও দীর্ঘ ৠকার হয়, যথা হতৃ—৯কার হতৄকার।

৫। যদি ৯কারের পর ৯কার থাকে তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ ৡকার হয়। ৡকার পুর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা শক্৯—৯দন্ত শক্ৡদন্ত।

৬। যদি অকার এবং আকারের পর ই কিম্বা ঈ থাকে তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া একার হয়। একার পুর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা দেব—ইন্দ্র দেবেন্দ্র গণ—ঈশ গণেশ, মহা—ইন্দ্র মহেন্দ্র, রমা—ঈশ রমেশ। যদি স্ব-শব্দের অকারের পর ঈর শব্দ থাকে তাহা হইলে ঈস্থানে ঐকার হয়, যথা স্ব—ঈর স্বৈর।

৭। যদি অকার এবং আকারের পর উ কিম্বা ঊ থাকে তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া ওকার হয় ওকার পুর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা জ্ঞান—উদয় জ্ঞানোদয়, এক—ঊনবিংশতি একোনবিংশতি,

মহা—উদধি মহোদধি, মহা—ঊর্ম্মি মহোর্ম্মি। যদি অক্ষ শব্দের অবর্ণের পর ঊহিনী এবং প্রশব্দের অবর্ণের পর ঊঢ় ঊঢ়ি এবং ঊহ শব্দ থাকে তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া ঔকার হয়, যথা অক্ষ-ঊহিনী অক্ষৌহিণী, প্র—ঊঢ় প্রৌঢ় ইত্যাদি।

৮। যদি অকারের পর ঋ থাকে তাহা হইলে ঋ স্থানে র হয়। এবং র পরবর্ণের মস্তকে যায়। যথা দেব-ঋষি দেবর্ষি। আকারের পর ঋ থাকিলে আকারের স্থানে অ হয় এবং ঋ স্থানে র হয়, যথা মহা—ঋষি মহর্ষি। যদি প্রপরাদি শব্দের পর ধাতুর ঋকার থাকে তাহা হইলেপূর্ব্ব বর্ণে আকার হয়, যথা অপ—ঋচ্ছতি অপাচ্ছ্র্তি। এবং অবর্ণের পর যে ঋতশব্দ তার বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ পূর্ব্ব বর্ণে একটী আকার হয় তৎপুরুষ সমাস নিষ্পন্নে, যথা শীত—ঋত শীতার্ত্ত। ঋণ এবং প্রবসনাদি শব্দের পর ঋণ শব্দের পূর্ব্ব বর্ণে আকার হয়, যথা ঋণ—ঋণ ঋণার্ণ, প্র—ঋণ প্রার্ণ ইত্যাদি।

৯। যদি অকার এবং আকারের পর এ কিম্বা ঐ থাকে তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া ঐকার হয়। ঐকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা কৃষ্ণ—একত্ব কৃষ্ণৈকত্ব, তব—ঐশ্বর্য্য তবৈশ্বর্য্য, সদা—এব সদৈব মহা—ঐরাবত মহৈরাবত। প্রশব্দের অবর্ণের পর যদি এষ কিম্বা এষ্য থাকে তাহা হইলে ইহাদের একার স্থানে ঐকার হয় বিকল্পে, যথা প্র—এষ প্রৈষ প্রেষ, প্র—এষ্য প্রৈষ্য প্রেষ্য।

১০। যদি অকার এবং আকারের পর ও কিম্বা ঔ থাকে তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া ঔকার হয়। ঔকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা মুকুন্দ—ওক মুকুন্দৌক, মহা—ওষধি মহৌষধি, মহা—ঔদার্য্য মহৌদার্য্য ইত্যাদি।

১১। ই ঈ ভিন্ন স্বর বর্ণ পরে থাকিলে হ্রস্ব এবং দীর্ঘ ঈস্থানে য হয়। যকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর যকারে যুক্ত হয়। যথা ত্রি—অম্বক ত্র্যম্বক, প্রতি—উহ প্রত্যূহ, নদী—অম্বু নদ্যম্বু, দেবী—আগতা দেব্যাগতা ইত্যাদি।

১২। উঊ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে হ্রস্ব এবং দীর্ঘ ঊ স্থানে ব হয়। বকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর বকারে যুক্ত হয়। যথা অনু—অয় অন্বয়, সু—আগত স্বাগত, বিষ্ণু—ঈশৌ বিষ্ণ্বীশৌ, অনু—এষণ অন্বেষণ, সরযূ—অম্বু সরয্বম্বু।

১৩। ঋ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ঋ স্থানে র হয়। রকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর রকারে যুক্ত হয়। যথা পিতৃ—আলয় পিত্রালয়, পিতৃ—ইচ্ছা পিত্রিচ্ছা ইত্যাদি।

১৪। এ ঐ ও ঔ ইহাদিগের স্থানে অয়্ আয়্ অব্ আব্ আদেশ হয় ক্রমেতে স্বরবর্ণ পরে অর্থাৎ একারের স্থানে অয়্ হয়, ঐকার স্থানে আয়্ হয়, ওকারের স্থানে অব্ হয়, এবং ঔকার স্থানে আব্ হয় যদি স্বরবর্ণ পরে থাকে। অয়্ আয়াদির অকার এবং আকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর অকার এবং বকারে যুক্ত হয়। যথা শে—অন শয়ন, বিনৈ—অক বিনায়ক গো—আ গবা, পৌ—অক পাবক ইত্যাদি।

১৫। অবর্ণের লোপ হয় ওষ্ঠ এবং ওতু শব্দের পর বিকল্পে সমাস নিষ্পন্নে। যথা বিম্ব—ওষ্ঠ বিম্বোষ্ঠ বিম্বৌষ্ঠ, স্থুল—ওতু স্থুলোতু স্থুলৌতু, অসমাসে কিং? তবৌষ্ঠ।

১৬। পদের অন্তেস্থিত একার কিম্বা ওকারের পর যে অকার তার লোপ হয়। এবং লোপ হইলে কেবল লুপ্ত অকারের চিহ্ন মাত্র থাকে। যথা হরে—অব হরেঽব, বিষ্ণো—অব বিষ্ণোঽব।

১৭। অবর্ণের লোপ হয় ওম্ শব্দ এবং আদিষ্ট আঙ্ শব্দ পরে। যথা শিবায়—ওন্নমঃ শিবা-য়োন্নমঃ, শিব—এহি শিবেহি।

১৮। ধাতুর একার কিম্বা ওকার পরে থাকিলে উপসর্গের অকার এবং আকারের লোপ হয়। যথা প্র—এজতে প্রেজতে, পরা—এখতি পরেখতি। কিন্তু এধ এবং ইন্ ধাতুর একার পরে থাকিলে উপসর্গের অকার কিম্বা আকার লোপ হয় না। যথা উপ—এধতে উপৈধতে, আ—এতি ঐতি।

১৯। বহু বচন নিষ্পন্ন অমী শব্দ এবং দ্বিবচন

নিষ্পন্ন দীর্ঘ ঈকারান্ত ঊকারান্ত এবং একারান্ত পদের সন্ধি হয় না। যথা অমী—ঈশাঃ অমীঈশাঃ, হরী—এতৌ হরীএতৌ, বিষ্ণু—ইমৌ বিষ্ণুইমৌ, গঙ্গে—ইমে গঙ্গেইমে।

২০। ওকারান্ত নিপাতন কিম্বা এক স্বর মাত্র অব্যয় শব্দ এবং প্লুত এই তিনের সন্ধি হয় না। যথা অহো—ঈশান অহোঈশান, অ—অনন্ত অঅনন্ত, কৃষ্ণ—এহি কৃষ্ণএহি। কিন্তু এক স্বর মাত্র অব্যয় যে আকার তার সন্ধি হয় যদ্যপি সীমা, ব্যাপ্তি, ক্রিয়াযোগ কিম্বা ঈষদর্থ বুঝায়, যথা আ—আত্মবোধাৎ আত্মবোধাৎ, আ—একদেশাৎ ঐকদেশাৎ, আ—ইহি এহি, আ—আলোচিত আলোচিত।

২১। অদস্ শব্দের দীর্ঘ ঈকারান্ত ও ঊকারান্ত পদের সন্ধি হয় না। যথা অমী—অশ্বাঃ অমীঅশ্বাঃ অমূ—অর্ভকৌ অমূঅর্ভকৌ।

হলসন্ধি।

১ যদি স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ বর্ণ অথবা য র ল ব হ পরে থাকে তাহা হইলে পদের অন্তেস্থিত ক স্থানে গ, এবং চ স্থানে জ হয়। যথা দিক্—অন্ত দিগন্ত, বাক্—ঈশ বাগীশ, অচ্—অন্ত অজন্ত ইত্যাদি।

২। যদি স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ বর্ণ অথবা য র ল ব হ পরে থাকে তাহা হইলে পদের অন্তেস্থিত ট স্থানে ড, এবং প স্থানে ব হয়। যথা পরিব্রাট্—আগত পরিব্রাড়াগত, সুপ্—অন্ত সুবন্ত ইত্যাদি।

৩। যদি চ কিম্বা ছ পরে থাকে তাহা হইলে ত ও দ স্থানে চ হয়। যথা তৎ—চিন্ত তচ্চিন্ত, বিপদ্—চয় বিপচ্চয়, মহৎ—ছত্র মহচ্ছত্র, তদ্। ছবি তচ্ছবি।

৪ যদি জ কিম্বা ঝ পরে থাকে তাহা হইলে ত ও দ স্থানে জ হয় এবং ন স্থানে ঞ হয়। যথা যাবৎ—জীবন যাবজ্জীবন, তদ্—জন্ম তজ্জন্ম,

মহৎ—ঝঙ্কার মহজ্ঝঙ্কার, তদ্—ঝনৎকার তজ্ঝনৎকার, শার্ঙ্গিন্—জয় শার্ঙ্গিঞ্জয়, উদ্ধন্—ঝঙ্কার উদ্ধঞ্ঝঙ্কার ইত্যাদি।

৫। যদি পদের অন্তেস্থিত ত কিম্বা দ থাকে আর পরশব্দের আদিতে তালব্য শ থাকে তাহা হইলে ত ও দ স্থানে চ হয় এবং শ স্থানে ছ হয়। যথা তৎ—শিব তচ্ছিব, তদ্—শরীর তচ্ছরীর, পক্ষে তচ্শিব, তচ্শরীর ইত্যাদি।

৬। যদি পদের অন্তেস্থিত নকারের পর তালব্য শ থাকে তাহা হইলে ন স্থানে ঞ এবং শ স্থানে ছ হয়। যথা মহান্—শব্দ মহাঞ্ছব্দ, পক্ষে মহাঞ্চ্ছব্দ, মহাঞ্চশব্দ, মহাঞ্শব্দ, শন্—শম্ভু শঞ্ছম্ভু ইত্যাদি।

৭। যদি পদের অন্তেস্থিত ত কিম্বা দ থাকে আর পর শব্দের আদিতে হ থাকে তাহা হইলে ত স্থানে দ এবং হ স্থানে ধ হয়। যথা উৎ—হৃত উদ্ধৃত, বিপদ্—হেতু বিপদ্ধেতু, পক্ষে উদ্হৃত বিপদ্হেতু।

৮। যদি চ কিম্বা জকারের পরশব্দের আদিতে দন্ত্য ন থাকে তাহা হইলে ন স্থানে ঞ হয়। যথা যাচ্—না যাচ্ঞা, জজ্—নে জজ্ঞে।

৯। যদি ট কিম্বা ঠ পরে থাকে তাহা হইলে ত ও দ স্থানে ট হয়। যথা উৎ—টলতি উট্টলতি, তদ্—টীকা তট্টীকা, সৎ—ঠকার সট্ঠকার।

১০। যদি ড কিম্বা ঢ পরে থাকে তাহা হইলে ত ও দ স্থানে ড হয়। যথা উৎ—ডীন উড্ডীন, এতদ্—ঢক্কা এতড্ঢক্কা ইত্যাদি।

১১। যদি দন্ত্য নকারের পর শব্দের আদিতে ড কিম্বা ঢ থাকে তাহা হইলে ন স্থানে মূর্দ্ধন্য ণ হয়। যথা মহান্—ডামর মহাণ্ডামর, চক্রিন্—ঢৌকসে চক্রিণ্ঢৌকসে।

১২। যদি মূর্দ্ধন্য ষকারের পর ত কিম্বা থ থাকে তাহা হইলে ত স্থানে ট হয় এবং থ স্থানে ঠ হয়। যথা আকৃষ্-ত আকৃষ্ট, ষষ্—থ ষষ্ঠ।

১৩। যদি ল পরে থাকে তাহা হইলে ত দ এবং ন স্থানে ল হয়। যথা বিদ্যুৎ—লতা বিদ্যুল্লতা

এতদ্—লাভ এতল্লাভ, বিদ্বান্—লিখতি বিদ্বাঁল্লিখতি, ভবান্—লভতে ভবাঁল্লভতে, নকার অনুনাসিক হেতু ইহার স্থানে জাত যে বর্ণ তদ্পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণ সানুনাসিক উচ্চারণ হয়।

১৪। যদি স্বরবর্ণ পরে থাকে তাহা হইলে হ্রস্ব স্বরবর্ণের অন্তেস্থিত ঙ ণ ন ইহাদের দ্বিত্ব হয়। যথা প্রত্যঙ্—আত্মা প্রত্যঙ্ঙাত্মা, সুগণ্—ঈশ সুগণ্ণীশ, সন্—অচ্যুত সন্নচ্যুত।

১৫। যদি পদের অন্তেস্থিত নকারের পরশব্দের আদিতে চ কিম্বা ছ থাকে তাহা হইলে ন স্থানে অনুস্বার হয় এবং চ ও ছ স্থানে শ্চ ও শ্ছ হয়। যথা হসন্—চলিত হসংশ্চলিত, শার্ঙ্গিন্—ছিন্দি শার্ঙ্গিংশ্ছিন্দি, মহান্—ছেদ মহাংশ্ছেদ ইত্যাদি।

১৬। যদি পদের অন্তেস্থিত নকারের পরশব্দের আদিতে ট কিম্বা ঠ থাকে তাহা হইলে ন স্থানে অনুস্বার হয় এবং ট ও ঠ স্থানে

ষ্ট ও ষ্ঠ হয়। যথা চলন্—টিট্টিভ চলংষ্টিট্টিভ, মহান্—ঠক্কুর মহাংষ্ঠক্কুর।

১৭। যদি পদের অন্তেস্থিত নকারের পর-শব্দের আদিতে ত কিম্বা থ থাকে তাহা হইলে ন স্থানে অনুস্বার হয় এবং ত ও থ স্থানে স্ত ও স্থ হয়। যথা মহান্—তড়াগ মহাংস্তড়াগ, ক্ষিপন্—থুৎকার ক্ষিপংস্থুৎকার।

১৮। যদি তালব্য শ কিম্বা দন্ত্য স অথবা হ পরে থাকে তাহা হইলে পদের মধ্যস্থিত ন স্থানে অনুস্বার হয়। যথা দন্—শন দংশন, মীমান্—সতে মীমাংসতে, বৃন্—হিত বৃংহিত।

১৯। যদি বর্গের কোন অক্ষর পরে থাকে তাহা হইলে পদ মধ্যস্থিত ন স্থানে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। যথা আশন্—কতে আশঙ্কতে, বন্—চয়তি বঞ্চয়তি।

২০। যদি স্পর্শবর্ণ পরে থাকে তাহা হইলে পদের অন্তেস্থিত ম স্থানে অনুস্বার হয়। অথবা যে বর্গ পরে থাকে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়।

যথা কিম্—করোষি কিংকরোষি কিঙ্করোষি, সম্—গ্রহ সংগ্রহ সঙ্গ্রহ ইত্যাদি।

২১। যদি য র ল ব শ ষ স হ পরে থাকে তাহা হইলে পদের অন্তেস্থিত ম স্থানে অনুস্বার হয়। যথা বিদ্যাম্—লভতে বিদ্যাংলভতে, মধুরম্—হসতি মধুরংহসতি ইত্যাদি।

২২। যদি দন্ত্য স পরে থাকে তাহা হইলে পদের মধ্যস্থিত ম স্থানে অনুস্বার হয়। যথা রম্—স্যতে রংস্যতে ইত্যাদি।

২৩। যদি ত পরে থাকে তাহা হইলে পদের মধ্যস্থিত ম স্থানে ন হয়। যথা নিয়ম্—তা নিয়ন্তা ইত্যাদি।

২৪। যদি পদের অন্তেস্থিত তকারের পরশব্দের আদিতে স্বরবর্ণ কিম্বা গ ঘ দ ধ ব ভ য র ব থাকে তাহা হইলে ত স্থানে দ হয়। যথা জগৎ—অন্ত জগদন্ত, জগৎ—ঈশ জগদীশ, বৃহৎ—গর্ত্ত বৃহদগর্ত্ত ইত্যাদি।

২৫। যদি ন কিম্বা ম পরে থাকে তাহা হইলে

পদের অন্তেস্থিত বর্গীয় প্রথম বর্ণ স্থানে পঞ্চম কিম্বা তৃতীয় বর্ণ হয়। যথা দিক্—নাগ দিঙ্নাগ দিগ্নাগ, প্রাক্—মুখ প্রাঙ্মুখ প্রাগ্মুখ।

২৬। যদি মাত্র কিম্বা ময় প্রত্যয় পরে থাকে তাহা হইলে পদের অন্তেস্থিত বর্গীয় প্রথম বর্ণ স্থানে কেবল পঞ্চম বর্ণ হয়। যথা বাক্—ময় বাঙ্ময়, চিৎ—ময় চিন্ময়, বাক্—মাত্র বাঙ্মাত্র।

২৭। যদি স্বর বর্ণের পর ছকার থাকে তাহা হইলে চ ছ মিলিয়া চ্ছ হয়। যথা বৃক্ষ—ছায়া বৃক্ষচ্ছায়া, পরি—ছদ পরিচ্ছদ ইত্যাদি।

বিসর্গসন্ধি।

১। বিসর্গ স্থানে তালব্য শকার হয় যদি চ কিম্বা ছ পরে থাকে। যথা বায়ুঃ—চলতি বায়ুশ্চলতি, কৃষ্ণঃ—চিন্ত্য কৃষ্ণশ্চিন্ত্য, তরোঃ—ছায়া তরোশ্ছায়া।

২। বিসর্গ স্থানে মূর্দ্ধন্য ষকার হয় যদি ট কিম্বা ঠ পরে থাকে। যথা হরিঃ—টীকতে হরি-

ষ্টীকতে, ধনুঃ—টঙ্কার ধনুষ্টঙ্কার, ভগ্নঃ—ঠক্কুর ভগ্নষ্ঠক্কুর।

৩। যদি ক খ প ফ পরে থাকে তাহা হইলে নিঃ আবিঃ বহিঃ দুঃ প্রাদুঃ চতুঃ এই সকল শব্দের বিসর্গ স্থানে মূর্দ্ধন্য ষ হয়। যথা নিঃ—কাম নিষ্কাম, নিঃ—খেদ নিষ্‌খেদ, নিঃ—পীড়িত নিষ্পীড়িত, নিঃ—ফল নিষ্ফল, আবি—কৃত আবিষ্কৃত, বহিঃ—কৃত বহিষ্কৃত ইত্যাদি।

৪। যদি ক খ প ফ পরে থাকে তাহা হইলে সর্পিঃ হবিঃ আয়ুঃ ধনুঃ প্রভৃতি কতিপয় শব্দের বিসর্গ স্থানে বিকল্পে মূর্দ্ধন্য ষ হয় অসমাসে। যথা সর্পিঃ—পিবতি সর্পিষ্পিবতি সর্পিঃপিবতি, হবিঃ—পততি হবিষ্পততি হবিঃপততি, সমাসে কিং? সর্পিঃ—পাত্র সর্পিষ্পাত্র, হবিঃ—পান হবিষ্পান, আয়ুঃ—কাম আয়ুষ্কাম ইতি নিত্য।

৫। তকারাদি তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে হ্রস্ব ইকার এবং উকারের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে মূর্দ্ধন্য ষ হয়। যথা চতুঃ—তয় চতুষ্টয়।

৬। বিসর্গ স্থানে দন্ত্য সকার হয় যদি ত কিম্বা থ পরে থাকে। যথা উন্নতঃ—তরু উন্নতস্তরু, ক্ষিপ্তঃ—থুৎকার ক্ষিপ্তস্থুৎকার।

৭। নমঃ পুরঃ তিরঃ এই তিনের বিসর্গ স্থানে দন্ত্য স হয় কৃধাতু পরে। যথা নমঃ—কার নমস্কার, পুরঃ—কার পুরস্কার, তিরঃ—কার তিরস্কার।

৮। কর কার কান্ত কাম কুম্ভ ও পাত্র শব্দ পরে থাকিলে অকারের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে দন্ত্য স হয়। যথা শ্রেয়ঃ—কর শ্রেয়স্কর, পয়ঃ—কার পয়স্কার, অয়ঃ—কান্ত অয়স্কান্ত, মনঃ—কাম মনস্কাম, অয়ঃ—কুম্ভ অয়স্কুম্ভ, পয়—পাত্র পয়স্পাত্র।

৯। ক খ প ফ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে দন্ত্য স হয় বিকল্পে সমাস নিষ্পন্নে। যথা ভাঃ—কর ভাস্কর ভাঃকর, ভাঃ—পতি ভাস্পতি ভাঃপতি ইত্যাদি।

১০। বিসর্গ স্থানে শ ষ স হয় বিকল্পে যদি

শ ষ স পরে থাকে অর্থাৎ বিসর্গ স্থানে তালব্য শ হয় যদি তালব্য শ পরে থাকে, মূর্দ্ধন্য ষ হয় যদি মূর্দ্ধন্য ষ পরে থাকে, এবং দন্ত্য স হয় যদি দন্ত্য স পরে থাকে। যথা হরিঃ—শেতে হরিশ্শেতে হরিঃশেতে, সন্তঃ—ষট্ সন্তষ্ষট্, সন্তঃষট্, শিবঃ—সেব্য শিবস্সেব্য শিবঃসেব্য।

১১। যদি অকারের পর বিসর্গ থাকে এবং অকার পরে থাকে তাহা হইলে পূর্ব্ব অকার ও বিসর্গ স্থানে ও হয়। ওকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা নবঃ—অঙ্কুর নবোঽঙ্কুর, বেদঃ—অধীত বেদোঽধীত।

১২। যদি বর্গের তৃতীয় চতুর্থ অথবা পঞ্চম বর্ণ কিম্বা য র ল ব হ পরে থাকে তাহা হইলে অকার ও অকারের পরস্থিত বিসর্গ উভয় স্থানে ও হয়। ওকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা শোভনঃ—গন্ধ শোভনোগন্ধ, সদ্যঃ—জাত সদ্যোজাত।

১৩। যদি স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় চতুর্থ অথবা পঞ্চম বর্ণ কিম্বা য র ল ব হ পরে থাকে তাহা হইলে অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে র হয়। যথা হরি—অয় হরিরয় চতুঃ—ভুজ চতুর্ভুজ ইত্যাদি।

১৪। যদি স্বরবর্ণ বর্গের তৃতীয় চতুর্থ অথবা পঞ্চম বর্ণ কিম্বা য র ল ব হ পরে থাকে তাহা হইলে র জাত বিসর্গ স্থানে র হয়। যথা পুনঃ—অপি পুনরপি, অন্তঃ—ধান অন্তর্ধান ইত্যাদি।

১৫। যদি অকার ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকে তাহা হইলে অকারের পরস্থিত বিসর্গের লোপ হয়। লোপের পর আর সন্ধি হয় না। যথা কুতঃ—আগত কুতআগত, নরঃ—ইব নরইব।

১৬। যদি স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় চতুর্থ অথবা পঞ্চম বর্ণ কিম্বা য র ল ব হ পরে থাকে তাহা হইলে আকারের পরস্থিত বিসর্গের লোপ হয়। লোপের পর আর সন্ধি হয় না।

যথা তারাঃ—উদিতা তারা উদিতা, হতাঃ—গজ হতাগজ ইত্যাদি।

১৭। যদি স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় চতুর্থ অথবা পঞ্চমবর্ণ কিম্বা য র ল ব হ পরে থাকে তাহা হইলে ভোঃ ভগোঃ এবং অঘোঃ ইহাদের পর স্থিত বিসর্গের লোপ হয়। লোপের পর আর সন্ধি হয় না। যথা ভোঃ—হরে ভো হরে, ভগোঃ—রক্ষ ভগোরক্ষ, অঘোঃ—যজ অঘোযজ।

১৮। যদি অকার ভিন্ন স্বর অথবা হলবর্ণ পরে থাকে তাহা হইলে সঃ এবং এষঃ এই দুইপদের বিসর্গ লোপ হয়। লোপের পর আর সন্ধি হয়না।
যথা সঃ—আগত সআগত, এষঃ—এতি এষএতি।

১৯। র পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে যে র হয় তার লোপ হয় এবং পূর্ব্ব স্বর দীর্ঘ হয়। যথা নিঃ—রস নীরস, নিঃ—রোগ নীরোগ ইত্যাদি।

ণত্ববিধি।

১। ঋ ৠ র এবং মূর্দ্ধন্য ষ এই চারি বর্ণের পরস্থিত যে দন্ত্য ন সে মূর্দ্ধন্য হয়। যথা নৃণাম্ ভ্রাতৃণাম, চতুর্ণাম, দোষ্ণা।

২। যদি স্বরবর্ণ, কবর্গ, পবর্গ এবং য ব হ ও অনুস্বার ব্যবধান থাকে তাহা হইলেও দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা গুরুণা, মৃগেণ, দর্পেণ, বৃংহণ।

৩। পদের অন্তেস্থিত যে দন্ত্য ন সে মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা নরান্ ভ্রাতৃন্, বৃষান্ ইত্যাদি।

৪। যদি একপদে ঋ ৠ র ষ ও অন্য পদে ন থাকে তাহা হইলে মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা রঘুনন্দন, গিরিনন্দিনী, বৃষবাহন ইত্যাদি।

৫। অন্য পদ স্থিত র প্রভৃতির পরবর্ত্তী পান শব্দের ন বিকল্পে মূর্দ্ধন্য হয়। যথা নীরপাণ নীর-পান, ক্ষীরপাণ ক্ষীরপান, বিষপাণ বিষপান।

৬। যদি দন্ত্য নকার ঋ ৠ র ষ এই সকলের পর পদে হয় এবং ঐ নকার যদি সমাস স্থানে স্ত্রীলিঙ্গ বিহিত ঈপ্ কিম্বা স্যাদির সহিত বিভক্ত

থাকে তাহা হইলে দন্ত্য ন বিকল্পে মূর্দ্ধন্য হয়। যথা হরিভাবিণী, হরিভাবিনী, শ্রীভাবেণ, শ্রীভাবেন ইত্যাদি।

৭। কামিনী, ভগিনী, ভামিনী, যূনী প্রভৃতি কতিপয় শব্দের ন মূর্দ্ধন্য হয়না। যথা হরকামিনী, পিতৃভগিনী, হরিভামিনী, ঘোরযামিনী, শূদ্র-যূনী ইত্যাদি।

৮। সমাসের পর বিহিত ঈপ্‌প্রত্যয় কিম্বা স্যাদি বিভক্তির সহিত যে নকার সে যদি পক্ব, যুবন্, অহন্ এই তিন শব্দে যুক্ত হয় তবে সে মূর্দ্ধন্য হয়না। যথা রম্যপক্কেন, রম্যযূনা, রম্যাহ্না।

৯। যদি পরপদ একস্বর বিশিষ্ট হয় অথবা কবর্গ যুক্ত থাকে তাহা হইলে দন্ত্য ন নিত্য মূর্দ্ধন্য হয়। যথা রম্যবিণা; শ্রীকামেণ।

১০। সমাস স্থলে কোন ব্যক্তির নামেতে ঈপ্ কিম্বা স্যাদি বিভক্তি না থাকিলেও দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা নারায়ণ, শূর্পণখা।

১১। পর, পার, উত্তর, রাম, চান্দ্র শব্দের

পরস্থিত অয়ন শব্দের ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা পরায়ণ পারায়ণ, উত্তরায়ণ, রামায়ণ, চান্দ্রায়ণ।

১২। প্র, পূর্ব্ব, অপর প্রভৃতি শব্দের পরবর্ত্তী অহ্ন শব্দের ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা প্রাহ্ণ, পূর্ব্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ ইত্যাদি।

১৩। প্র, নির্, দ্রু খর ও বাধ্রী শব্দের পরস্থিত নসের ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা প্রণস, নির্ণস, দ্রুণস, খরণস, বাধ্রীণস।

১৪। অগ্র ও গ্রাম শব্দের পরবর্ত্তী নী শব্দের ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা অগ্রণী, গ্রামণী।

১৫। বয়স্ অর্থ বুঝাইলে ত্রি ও চতুর্ শব্দের পরবর্ত্তী হায়ন শব্দের ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা ত্রিহায়ণো বৎসঃ, চতুর্হায়ণী গৌঃ।

১৬। প্র পরা পরি নির্ এই চারি উপসর্গের ও অন্তর্ শব্দের পরবর্ত্তী নদ নম নশ নহ নী নু নুদ অন হন এই সকল ধাতুর ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা প্রণাদ, প্রণাম, প্রণাশ, প্রণহ্যতে, প্রণয়তি, প্রণব, প্রণোদ, প্রাণ,

প্রহণন, অন্তর্ণদ, পরাণদতি, পরিণাম, অন্তর্ণাশ ইত্যাদি। কিন্তু নশধাতুর শ মূর্দ্ধন্য হইলে ন মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা প্রনষ্ট, পরিনষ্ট, নির্নষ্ট, অন্তর্নষ্ট। এবং হন ধাতুর হ স্থানে ঘ হইলে ন মূর্দ্ধন্য হয় না; যথা শত্রুঘ্ন ইত্যাদি।

১৭। প্র পরা পরি নির্ এই চারি উপসর্গের ও অন্তর্ শব্দের পরবর্ত্তী ধাতু সম্বন্ধীয় কৃৎ প্রত্যয়ের ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা প্রাপণ, পরিহীণ, নির্ম্মাণ অন্তর্যাণ ইত্যাদি।

১৮। যে সকল ধাতুর আদিতে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে এবং অন্ত্যবর্ণের পুর্ব্বে অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকে সেই সকল ধাতুর উত্তর কৃৎ প্রত্যয়ের ন বিকল্পে মূর্দ্ধন্য হয়। যথা কুপধাতু—প্রকোপণ প্রকোপন, গুপধাতু—পরিগোপণ পরিগোপন।

১৯। কৃৎ প্রত্যয়ের ন ব্যঞ্জনবর্ণে মিলিত হইলে মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা প্রভগ্ন, পরিভগ্ন, নির্ব্বিগ্ন।

২০। গদ প্রভৃতি কতিপয় ধাতুর পুর্ব্ববর্ত্তী নি উপসর্গের ন মূর্দ্ধন্য হয়। গদ প্রভৃতি ধাতু যথা

গদ, পত, দা, ধা, হন, নদ, পদ, দান, দো, সো, দে, ধে, মা, যা, রা, দ্রা, প্সা, বপ, বহ, শম, চি, দিহ। গদধাতু—প্রণিগদন, পতধাতু—প্রণিপাত, দাধাতু—প্রণিদান, ধাধাতু—প্রণিধান হনধাতু—প্রণিহনন, নদধাতু—প্রণিনাদ ইত্যাদি।

২১। যদি পূর্ব্ব পদ জাত মূর্দ্ধন্য ষ পরপদে যুক্ত থাকে তাহা হইলে পরপদের ন মূর্দ্ধন্য হয়না যথা নিষ্পন্ন, নিষ্পান, দুষ্পান ইত্যাদি।

২২। নিম্ন লিখিত কয়েক শব্দের ন বিকল্পে মূর্দ্ধন্য হয়। আর্গয়ণ আর্গয়ন, গিরিণদী গিরি-নদী, গিরিণিতম্বা গিরিনিতম্বা, গিরিণখ, গিরি-নখ, গিরিণদ্ধ গিরিনদ্ধ, চক্রণদী চক্রনদী, চক্র-ণিতম্বা, চক্রনিতম্বা, তূর্য্যমাণ তূর্য্যমান, মাষোণ মাষোন, স্বর্ণদী স্বর্নদী।

২৩। নিন্দ নিংস নিক্ষ এই তিন ধাতুর ন বিকল্পে মূর্দ্ধন্য হয়। যথা প্রণিন্দন প্রনিন্দন, প্রণিংসিতব্য প্রনিংসিতব্য, প্রণিক্ষণ প্রনিক্ষণ।

২৪। প্র নির্ অন্তর্ অগ্রে শর ইক্ষু প্লক্ষ

আম্র খদির এই কয় শব্দের পরস্থিত বন শব্দের ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা প্রবণ, নিবণ, অন্তবণ, অগ্রেবণ, শরবণ, ইক্ষুবণ, ইত্যাদি।

২৫। সংজ্ঞা বুঝাইলে সারিকা মিশ্রকা সিধ্রুকা কোটরা পুরগা এই সকল শব্দের পরবর্ত্তী বন শব্দের ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা সারিকাবণ মিশ্রকাবণ কোটরাবণ ইত্যাদি।

২৬। দ্বি বা ত্রি স্বর যুক্ত বৃক্ষ ও ওষধিবাচক শব্দের পরবর্ত্তী বন শব্দের ন বিকল্পে মূর্দ্ধন্য হয়। বৃক্ষবাচক যথা দ্রাক্ষাবণ দ্রাক্ষাবন, কেসরবণ কেসরবন, জম্বীরবণ জম্বীরবন, মালূরবণ মালূরবন, ইত্যাদি। ওষধিবাচক যথা আদ্র্´কবণ আদ্র্´ক-বন, উশীরবণ উশীরবন, জীরকবণ জীরকবন, দূর্ব্বা-বণ দূর্ব্বাবন, ব্রীহিবণ ব্রীহিবন, সর্ষপবণ সর্ষপবন।

২৭। তিন স্বরের অধিক স্বরযুক্ত বৃক্ষ ও ওষধি বাচক শব্দের পর বন শব্দের ন মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা দেবদারুবন, নারিক্লেলবন, নাগরঙ্গবন, উড়ুম্বরবন, সহকারবন, কুরুবকবন ইত্যাদি।

ষত্ব বিধি।

১। অ আ ভিন্ন স্বর এবং কবর্গ অথবা য র ল ব হ এই সকলের পরস্থিত চসাৎ প্রত্যয়ের স বর্জ্জিয়া যদি কৃত দন্ত্য সকার পদমধ্যে থাকে তাহা হইলে ঐ দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা মুনিষু, নদীষু, রামেষু ইত্যাদি।

২। যদি অনুস্বার কিম্বা বিসর্গ ব্যবধান থাকে তাহা হইলে উক্ত স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা হবীংষি, ধনুঃষু ইত্যাদি।

৩। নি এবং অভি এই দুই উপসর্গের পর-স্থিত সঙ্গ শব্দের স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা নিষঙ্গ, অভিষঙ্গ।

৪। সমাস স্থলে অঙ্গুলি ও অঙ্গুরী শব্দের পরবর্ত্তী সঙ্গ শব্দের স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা অঙ্গুলিষঙ্গ অঙ্গুরীষঙ্গ।

৫। দুর্, নির, বি, সু এই চারি উপসর্গের পরবর্ত্তী সম শব্দের স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা দুঃষম, নিঃষম, বিষম, সুষম।

৬। দুর, নির, বি, সু এই চারি উপসর্গের পরস্থিত স্বপধাতু স্থানে কৃত সুপ হইলে ঐ সুপের স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা দুঃষুপ্ত, নিঃষুপ্ত, বিষুপ্ত সুষুপ্ত।

৭। নি, বি, পরি এই তিন উপসর্গের পরস্থিত সেব সিব সহ ধাতুর স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা নিষেবণ, বিষেবণ, পরিষেবণ, নিষীবণ, বিষীবণ পরিষীবণ, নিষহণ ইত্যাদি।

৮। অম্ব, আম্ব, ভুমি, কু, গো, অঙ্গু, মঞ্জি অপ, ত্রি, পরমে, শেকু, শঙ্কু, সব্যে, সব্য, অগ্নি, পুঞ্জ, দ্বি, দিবি এই সকল শব্দের পরস্থিত স্থ শব্দের দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য হয়। মূর্দ্ধন্য হইলে দন্ত্য সকারযুক্ত থকার ঠকারে পরিণত হয়। যথা অম্বষ্ঠ, আম্বষ্ঠ, ভুমিষ্ঠ, কুষ্ঠ, গোষ্ঠ, অঙ্গুষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠ, অপষ্ঠ, ত্রিষ্ঠ, পরমেষ্ঠ, শেকুষ্ঠ, শকুষ্ঠ, সব্যেষ্ঠ, সব্যষ্ঠ, অগ্নিষ্ঠ, পুঞ্জষ্ঠ, দ্বিষ্ঠ, দিবিষ্ঠ।

৯। সমাসস্থলে অগ্নি, আয়ুস্ ও জ্যোতিস শব্দের পরবর্ত্তী স্তোম শব্দের সকার মূর্দ্ধন্য হয়।

মূর্দ্ধন্য হইলে দন্ত্য সকারযুক্ত তকার টকারে পরিণত হয় এবং আয়ুস্ ও জ্যোতিস্ শব্দের সকার লুপ্ত হয়। যথা অগ্নিষ্টোম, আয়ুষ্টোম, জ্যোতিষ্টোম।

১০। গবি ও যুধি শব্দের পরস্থিত স্থির শব্দের স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা গবিষ্ঠির যুধিষ্ঠির।

১১। বি, কু, পরি, শমী শব্দের পরবর্ত্তী স্থল শব্দের স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা বিষ্ঠল, কুষ্ঠল, পরিষ্ঠল, শমিষ্ঠল। সংজ্ঞা বুঝাইলে শমী শব্দের দীর্ঘ ঈকার হ্রস্ব হয়।

১২। গোত্র বুঝাইলে কপি শব্দের পরবর্ত্তী স্থল শব্দের স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা কপিষ্ঠলগোত্র।

১৩। ছন্দ বুঝাইলে বিস্তার শব্দের দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা বিষ্টারছন্দ।

১৪। অগ্রগামী বুঝাইলে প্র পরবর্ত্তী স্থ শব্দের দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা প্রষ্ঠ।

১৫। স্থা, সিধ, সিচ, সদ, স্তু, স্তুভ, সু, স্থূ, সেনি, সো, সঞ্জ, স্বঞ্জ, স্তম্ভ এই কয়েক ধাতুর

পূর্ব্বে ইকার ও উকারান্ত উপসর্গ থাকিলে উহা-দের দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা প্রতিষ্ঠা, অনুষ্ঠান, নিষেধ, প্রতিষেধ, অভিষেক, সুষিক্ত, বিষাদ, প্রতিষ্ঠস্ত ইত্যাদি। কিন্তু প্রতিপূর্ব্বক সদধাতুর স মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা প্রতিসীদতি। এবং সু উপসর্গের পরস্থিত স্থা ধাতুর স মূর্দ্ধন্য হয় না, যথা সুস্থ।

১৬। শাস ধাতু স্থানে শিস্, বসধাতু স্থানে উস্ ও সহধাতু স্থানে সাট্ ও সাড়্ হইলে উহা-দের দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা শিষ্য, শিষ্ট; উষ্ণ, উষিত; জলাষাট্, তুরাষাট্; তুরাষাড়্ ইত্যাদি।

১৭। বস্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের পর স্ত্রীলিঙ্গে বিহিত ঈ প্রত্যয়যুক্ত হইলে দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা বিদুষী ইত্যাদি।

১৮। বি পূর্ব্বক স্কন্ত ধাতুর স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা বিষ্কম্ভ।

১৯। পরি পূর্ব্বক স্কৃ ধাতুর স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা পরিষ্কার।

২০। যদি সংজ্ঞা বোধক হয়, তাহা হইলে অ আ ভিন্ন স্বর বর্ণের পরবর্ত্তী সেনা শব্দের দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা হরিষেণ, মধুষেণ, সুষেণ ইত্যাদি। সংজ্ঞাবোধক না হইলে দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য হয় না, যেমত কুরুসেনা, কপিসেনা ইত্যাদি।

২১। পরিপূর্ব্বক স্কন্দ ধাতুর স বিকল্পে মূর্দ্ধন্য হয়। যথা পরিষ্কন্দ পরিস্কন্দ; পরিষ্কণ্ণ পরিস্কণ্ণ।

২২। অনু, বি, পরি, অভি, নি পুর্ব্বক স্যন্দ ধাতুর স বিকল্পে মূর্দ্ধন্য হয়। যথা অনুষ্যন্দ অনুস্যন্দ, বিষ্যন্দ বিস্যন্দ ইত্যাদি।

২৩। নির, নি, বি পুর্ব্বক স্ফুর ও স্ফুল ধাতুর স বিকল্পে মূর্দ্ধন্য হয়। যথা নিঃষ্ফুরণ নিঃস্ফুরণ, নিষ্ফুরণ নিস্ফুরণ, বিষ্ফুরণ বিস্ফুরণ, নিঃষ্ফুলন নিঃস্ফুলন, নিষ্ফুলন নিস্ফুলন, বিষ্ফুলন বিস্ফুলন ইত্যাদি।

২৪। সমাস হইলে মাতৃ ও পিতৃ শব্দের পরবর্ত্তী স্বসৃ শব্দের প্রথম স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা মাতৃষ্বসা, পিতৃষ্বসা।

২৫। বিভক্তি সমেত মাতুঃ ও পিতুঃ ইহাদের পর স্বসৃ শব্দের আদ্য সকার বিকল্পে মূর্দ্ধন্য হয়। যথা মাতুঃষ্বসা মাতুঃস্বসা, পিতুঃষ্বসা পিতুঃস্বসা।

শব্দ প্রকরণ।

শব্দ প্রথমতঃ দুই প্রকার হয়, ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক। মৃদঙ্গ কাংস্য নূপুর বীণা প্রভৃতি শব্দ ধ্বন্যাত্মক। বর্ণাত্মক শব্দ দুই প্রকার হয়, অব্যক্ত বর্ণ ও ব্যক্তবর্ণ। অব্যক্ত বর্ণাত্মক শব্দ পশু পক্ষ্যাদির, আর ব্যক্তবর্ণাত্মক শব্দ মনুষ্য জাতির। ব্যক্ত বর্ণাত্মক শব্দ যাহা অর্থবাচক লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ব্যবহারোপযুক্ত তাহা পদ শব্দে প্রসিদ্ধ আছে, এবং ব্যাকরণ শাস্ত্র মতে শব্দের অন্তে স্যাদি বিভক্তি হইলে পদ সংজ্ঞা হয়।

পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ ও অব্যয় ভেদে শব্দ পুনর্ব্বার চারি প্রকার হয়। অকারান্ত ও

হ্রস্ব ইকারান্ত শব্দ প্রায় পুং ও ক্লীব লিঙ্গ হয়। দীর্ঘ ঈকারান্ত এবং ঊকারান্ত শব্দ এবং দাদা মামা কাকা প্রভৃতি কতিপয় শব্দ ভিন্ন আকারান্ত শব্দ প্রায় স্ত্রীলিঙ্গ হয়। লতা, নদী, কীর্ত্তি, শক্তি, বুদ্ধি, প্রভৃতি যে শব্দ তাহারা শব্দ মাত্র স্ত্রীলিঙ্গ, এবং গর্ভ সম্ভবে এমত যে প্রাণির নাম তাহারাই স্বভাব সিদ্ধ স্ত্রীলিঙ্গ হয়।

যাহাদিগের উত্তর কোন বিভক্তি যোগে রূপান্তর হয় না এমত যে শব্দ তাহাদিগকে অব্যয় বলে। যথা বরং, বরঞ্চ, কিন্তু, যখন, তখন, এখন, যেমন, যদি, যদিস্যাৎ, যদ্যপি, এবং, বস্তুতঃ, ফলতঃ, বশতঃ, কিঞ্চিৎ, কিছু, পুনঃপুনঃ, ভুয়োভূয়ঃ, মুহুর্মুহুঃ, অলং ইত্যাদি।

জাতিবাচক, দ্রব্যবাচক, গুণবাচক, ও ক্রিয়াবাচক রূপে শব্দ চারি প্রকার হয়। গবাদি শব্দ জাতিবাচক, আকাশ ও ঘটাদি শব্দ দ্রব্যবাচক, শুক্লাদি শব্দ গুণবাচক, এবং পাঠকাদি শব্দ ক্রিয়া বাচক হয়। জাতিবাচক ও দ্রব্যবাচক শব্দেরা

প্রায় বিশেষ্য হয়, আর গুণবাচক ও ক্রিয়াবাচক শব্দ সকল বিশেষণ হয়।

ঐ বাচক শব্দ দুই প্রকার হয় মুখ্য ও লাক্ষণিক। মুখ্য তিন প্রকার হয়, যৌগিক যোগরূঢ় এবং রূঢ়। প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থযোগে যে অর্থ হয় সেই অর্থের বাচক যে শব্দ সে যৌগিক যেমত পাচকাদি শব্দ। প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ যোগে যে সকল অর্থ বুঝাইতে পারে তাহার মধ্যে এক মাত্র প্রসিদ্ধ যে সে যোগরূঢ় যেমত পঙ্কজাদি শব্দ। প্রকৃতি ও প্রত্যয়ার্থ মিশ্রণে যে অর্থ হইতে পারে সে অর্থ না হইয়া অন্যার্থ বুঝায় যে সে রূঢ় শব্দ যেমন মণ্ডপাদি শব্দ।

লাক্ষণিক শব্দ দুই প্রকার হয় গৌণ আর ঔপচারিক। প্রয়োগ কর্ত্তার তাৎপর্য্য বশতঃ শব্দের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া তদ্বিশিষ্ট গুণ সম্বন্ধ অন্য অর্থকে বুঝায় যে সে গৌণ শব্দ; যেমত এ ব্যক্তি গঙ্গাবাসী, গঙ্গাবাসী শব্দের অর্থ গঙ্গাজল প্রবাহস্থিত অতএব ইহা সম্ভব হইতে

পারে না এতজ্জন্য এ অর্থ ত্যাগ করিয়া প্রয়োগ কর্ত্তার তাৎপর্য্যাধীন গঙ্গাতীরস্থ অর্থ বুঝায়; অতএব গঙ্গাবাসী লক্ষণাতে গঙ্গাতীর বাসী অর্থ হয়।

ঔপচারিক শব্দের তাৎপর্য্য এই যেমত বিষয়ের কিঞ্চিদংশ অপচয় হইলে লোকে কহে আমার সর্ব্বস্ব নষ্ট হইল, এবং অহং স্থূল অহং কৃশ ইত্যাদি বাক্য উপচারেতে কথিত। উপচার শব্দের অর্থ এই যে যাহা নয় তাহাতে তাহার আরোপ। এইরূপে তটস্থ ও ভাগ লক্ষণাদি শব্দ সকল প্রসিদ্ধ আছে।

একবচন দ্বিবচন ও বহুবচন বিভক্তি যোগে শব্দের একত্ব দ্বিত্ব ও বহুত্ব প্রকাশ হইয়া থাকে, কিন্তু প্রচলিত সাধুভাষায় কেবল একবচন ও বহুবচন প্রয়োগ হয়। একবচনে একটী বস্তু বুঝায়, এবং বহুবচনে একের অধিক পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত সকল সংখ্যাই বুঝায়। সমূহ বাচক শব্দ যোগে শব্দের বহুত্ব প্রচার হইয়া থাকে। সমূহ বাচক শব্দ যথা

ব্যূহ, নিকর, চয়, গণ, সংহতি, বৃন্দ, কদম্ব, জাল, পটল ইত্যাদি। যেমত বালক ব্যূহ, জন নিকর, পক্ষিচয়, গুণিগণ, তৃণসংহতি, গোবৃন্দ, মৃগকদম্ব, কিরণজাল, ধূমপটল ইত্যাদি। এবং এতদ্ভিন্ন প্রকারন্তরেও সমূহ বাচক শব্দ হয়। যথা অজ শব্দের সমূহ বাচক আজক, অশ্ব—আশ্ব, কপোত—কাপোত, গণিকা—গাণিক্য, গর্ভিণী—গার্ভিণ্য, গো—গব্যা, ধেনু—ধৈনুক, ধূম—ধূম্যা, ময়ূর—মায়ূর, মনুষ্য—মানুষ্যক, যুবতী—যৌবত।

স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়।

অকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের মধ্যে কতকগুলি আকারান্ত ও কতকগুলি ঈকারান্ত হয়। যথা কনিষ্ঠ—কনিষ্ঠা, দয়িত—দয়িতা, উৎপাদক—উৎপাদিকা, বৈশ্য—বৈশ্যা, প্রবীণ—প্রবীণা, প্রবল—প্রবলা ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণী, বৈষ্ণব—

বৈষ্ণবী, সুন্দর—সুন্দরী, শৃগাল—শৃগালী, ব্যাঘ্র—ব্যাঘ্রী, শূকর—শূকরী, ইত্যাদি।

১। অক্‌ভাগান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে আকার হয় এবং অকার স্থানে প্রায় একটী ইকার হয়। যথা গায়ক—গায়িকা, নায়ক—নায়িকা, পাচক—পাচিকা, পালক—পালিকা, বালক—বালিকা।

২। যে সকল স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের অন্তে বৎ কিম্বা মৎ থাকে তাহাদের অন্তে ঈকার হয়। যথা শ্রীমৎ—শ্রীমতী, লজ্জাবৎ—লজ্জাবতী, গুণবৎ—গুণবতী।

৩। জাতিবাচক অকারান্ত শব্দের উত্তর ঈ হয় স্ত্রীলিঙ্গে বৈশ্যাদি শব্দ বর্জ্জে। যথা মৃগ—মৃগী, হংস—হংসী, জম্বুক—জম্বুকী, ছাগ—ছাগী, মহিষ—মহিষী, রাক্ষস—রাক্ষসী, কিন্নর—কিন্নরী।

৪। ইনন্ত শব্দের উত্তর ঈকার হয় স্ত্রীলিঙ্গবাচ্যে। যথা করিন্—করিণী, দন্তিন্—দন্তিনী, পক্ষিন্—পক্ষিণী, বাজিন্—বাজিনী, মন্ত্রিন্—মন্ত্রিণী, তপস্বিন্—তপস্বিনী, মায়াবিন্—মায়াবিনী ইত্যাদি।

৫। ঈয়স্ ভাগান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈকার হয়। যথা কনীয়স্—কনীয়সী, পাপীয়স্—পাপীয়সী, বর্ষীয়স্—বর্ষীয়সী, যবীয়স্—যবীয়সী, মহীয়স্—মহীয়সী, গরীয়স্—গরীয়সী, লঘীয়স্—লঘীয়সী ইত্যাদি।

৬। কতকগুলি শব্দের উত্তর তদ্‌পত্নী বাচ্যে আনী যুক্ত হয়। যথা রুদ্র—রুদ্রাণী, শর্ব্ব—শর্ব্বাণী, ব্রহ্ম—ব্রহ্মাণী, মৃড়—মৃড়ানী, ইন্দ্র—ইন্দ্রাণী, বরুণ—বরুণানী, ভব—ভবানী।

৭। মাতুল, উপাধ্যায়, ক্ষত্রিয়, আচার্য্য, সূর্য্য, অর্য্য, এই সকল শব্দের উত্তর পত্নী অর্থে আনী, ঈ এবং আকার প্রত্যয় হয়। যথা মাতুল—মাতুলানী মাতুলী মাতুলা। উপাধ্যায়—উপাধ্যায়ানী উপাধ্যায়ী উপাধ্যায়া। ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়াণী ক্ষত্রিয়ী ক্ষত্রিয়া। আচার্য্য—আচার্য্যানী আচার্য্যী আচার্য্যা। সূর্য্য—সূর্য্যাণী সূর্য্যী সূর্য্যা। অর্য্য—অর্য্যাণী অর্য্যী অর্য্যা।

৮। যে সকল শব্দের অন্তে হ্রস্ব উ থাকে তাহা

দিগের স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈকার হয়। যথা সাধু— সাধ্বী সাধু, মৃদু—মৃদ্বী মৃদু ইত্যাদি।

৯। তনু, চঞ্চু, পঙ্গু, কদ্রু, কমণ্ডলু এই সকল শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে দীর্ঘ্য ঊকার হয় বিকল্পে যথা তনু—তনূ তনু, চঞ্চু—চঞ্চূ চঞ্চু ইত্যাদি।

১০। অকারান্ত স্বাঙ্গবাচক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে আকার কিম্বা ঈকার হয়। যথা বিম্বোষ্ঠা বিম্বোষ্ঠী, সুকেশা সুকেশী, সুস্তনা সুস্তনী।

১১। ঊরু শব্দের রুকার দীর্ঘ হয় বাম এবং উপমান বাচক শব্দের পর। যথা বামোরূঃ রম্ভোরূঃ ইত্যাদি।

১২। ঋকারান্ত শব্দের উত্তর ঈ হয় স্ত্রীলিঙ্গে মাতৃ আদি শব্দ বর্জ্জে। যথা কর্ত্তৃ—কর্ত্রী, দাতৃ— দাত্রী, ধাতৃ—ধাত্রী, ইত্যাদি।

১৩। কতকগুলি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে অনিয়মিত রূপে রূপান্তর হয়। যথা শ্বেত—শ্বেতা কিম্বা শ্বেনী, পলিত—পলিতা কিম্বা পলিক্নী, হরিত—হরিতা কিম্বা হরিণী, ভরিত—ভরিতা কিম্বা ভরিণী,

লোহিত—লোহিতা কিম্বা লোহিনী, অসিত—অসিতা কিম্বা অসিক্নী, যুবা—যুবতী কিম্বা যূনী, অনড্বান—অনড্বাহী কিম্বা অনডুহী, ভাই—ভগিনী কিম্বা ভগ্নী, এবং পিতা—মাতা, রাজা—রাণী ইত্যাদি।

১৪। ভাষাস্থলে কতকগুলি জাতিবাচক শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে নী হয়। যথা যুগির স্ত্রী যুগিনী, বেদের স্ত্রী বেদিনী, ময়রার স্ত্রী ময়রাণী, গয়লার স্ত্রী গয়লানী, সেকরার স্ত্রী সেকরাণী, ধোবার স্ত্রী ধোবানী, নাপ্তির স্ত্রী নাপ্তিনী ইত্যাদি।

বিশেষ্য বিশেষণ।

বিশেষ্যপদ ব্যক্তি কিম্বা বস্তু মাত্রকে কহা যায়। এবং যাহাদ্বারা বিশেষ্যের গুণ কিম্বা অবস্থা প্রকাশ হয় তাহাকে বিশেষণ কহে। বিশেষণ পদ বিশেষ্যের প্রায় পুর্ব্বে থাকে। যথা ফলবান বৃক্ষ, গুণবান পুরুষ, নূতনবস্ত্র ইত্যাদি।

বিশেষ্য শব্দ যদি স্ত্রীলিঙ্গ হয় তাহা হইলে বিশেষণ শব্দও স্ত্রীলিঙ্গ হইবে। যথা গুণবতী স্ত্রী সুন্দরী কন্যা, বেগবতী নদী ইত্যাদি।

বিশেষ্য শব্দ প্রধানতঃ তিন প্রকার হয় সংজ্ঞা ভাববাচক ও সর্ব্বনাম। স্বগত স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদে উক্ত সংজ্ঞা তিন প্রকার হয়। স্বগত ভেদ যাহা এক বস্তু হইতে উদ্ভূত তাহার বিশেষ সংজ্ঞাকে কহে, যেমত এক বৃক্ষ হইতে ইহার পত্র ও কুসুমাদির ভেদ। স্বজাতীয় ভেদ যাহা এক জাতীয় পরস্পরের ভেদ, যেমত আম্র বৃক্ষ হইতে অন্য কোন ফল বৃক্ষের ভেদ। এবং যাহা পরস্পরে সম্যক্ রূপে জাতির বৈপরিত্য তাহাকে বিজাতীয় ভেদ কহে যেমন মনুষ্য বৃক্ষ প্রস্তর ইত্যাদি।

যে শব্দের দ্বারা কোন পদার্থের ভাব প্রকাশ হয় তাহার নাম ভাব বাচক। যথা গুরুর ভাববাচক গুরুতা গুরুত্ব কিম্বা গৌরব ইত্যাদি।

যে শব্দ কোন বস্তুর নামের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় তাহার নাম সর্ব্ব নাম। তদ, ত্যদ, যদ, এতদ,

ইদম্, অদস্, কিম্, অস্মদ, যুষ্মদ, এই সকল শব্দ-কে সর্ব্বনাম কহে।

বিশেষণ পদ যে রূপে সিদ্ধ হয় তাহার সাধু-ভাষায় প্রচলিত প্রসিদ্ধ কতিপয় দৃষ্টান্ত নিম্নে লিখিত হইল।

১। ধাতুর উত্তর তব্য অনীয় য প্রত্যয় দ্বারা বিশেষণ পদ সিদ্ধ হয়। যথা কৃধাতু কর্ত্তব্য করণীয় কার্য্য, গমধাতু গন্তব্য গমনীয় গম্য ইত্যাদি।

২। কতকগুলি শব্দের উত্তর আলু প্রত্যয়ে বিশেষণ নিষ্পন্ন হয়। যথা দয়ালু, কৃপালু, নিদ্রালু, শ্রদ্ধালু, হৃদয়ালু ইত্যাদি।

৩। কতিপয় শব্দের উত্তর আপন্ন, আতুর, আকুল, আর্ত্ত, ময়, গ্রস্ত, পূর্ণ, আকীর্ণ যোগে বিশেষণ সিদ্ধ হয়। যথা শরণাপন্ন, ক্ষুধাতুর, শোকাকুল, শীতার্ত্ত, দয়াময়, বিপদগ্রস্ত, অশ্রু-পূর্ণ, জনাকীর্ণ ইত্যাদি।

৪। কতকগুলি শব্দের উত্তর বিশেষণ নিষ্পন্নে ইক, ইত, ঈয়, এয়, বান, মান, অর্হ এবং

অন্বিতাদি শব্দ প্রত্যয় হয়। যথা কায়িক, দৈবিক বাচনিক, মানসিক, শারীরিক, সামুদ্রিক। জুগুপ্সিত, নিয়মিত, পরিমিত, পীড়িত, বাঞ্ছিত। গোপনীয়, ঘটনীয়, পর্ব্বতীয়, বর্গীয়। আগ্নেয় কাপেয়। গুণবান, দয়াবান। বুদ্ধিমান, শক্তিমান। বধার্হ, গমনার্হ, কর্ম্মার্হ। গুণান্বিত, বিষয়ান্বিত ইত্যাদি।

৫। কতকগুলি শব্দের উত্তর অক্ত প্রত্যয় হইয়া বিশেষণ নিষ্পন্ন হয়। যথা তৈলাক্ত, বিষাক্ত, রক্তাক্ত, লবণাক্ত ইত্যাদি।

৬। কতিপয় শব্দের উত্তর ইন, ইল, ইন্, ইর, ঈর, উর, বিন্, শীল, শালিন, শ, র, ল প্রত্যয় হইয়া বিশেষণ পদ বাচ্য হয়। যথা মলিন জটিল, জ্ঞানী, মেধির, কাণ্ডীর, দন্তুর, তেজস্বী, ধর্ম্মশীল, গুণশালী, রোমশ, মুখর, মাংসল।

৭। কোন কোন শব্দের উত্তর আত্মক, ধারিন কিম্বা কারিন্ যোগে বিশেষণ হয়। যথা মারাত্মক, জটাধারী, গুণকারী ইত্যাদি।

৮। কতকগুলি শব্দের উত্তর কল্প, সম অর্থাৎ তুল্য কিম্বা অবয়বাদি বোধক শব্দ, দক্ষ অর্থাৎ কর্ম্মের নৈপুণ্যাদি বোধক শব্দ যোগে বিশেষণ নিষ্পন্ন হয়। যথা অগ্নিকল্প, অগ্নিসম, কালসদৃশ কালস্বরূপ, কদম্বকুসুমাকার, কার্য্যদক্ষ, কর্ম্মক্ষম কর্ম্মশূর, কর্ম্মপটু, কর্ম্মিষ্ঠ, ধর্ম্মপরায়ণ ইত্যাদি।

তদ্ধিতঃ।

প্রত্যয়দ্বারা শব্দের অর্থান্তরকরণ।

১। নাম যুক্ত শব্দের উত্তর তজ্জাত কিম্বা অপত্যার্থে ষ্ণি, ষ্ণেয়, ষ্ণ্য, ষ্ণায়ণ, ণীয়, ষ্ণিক, ষ্ণ প্রত্যয় হয়। এবং এই সকল প্রত্যয়ের ষ ইৎ গিয়া স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ হয়, আর ণ ইৎ গিয়া আদি অচের বৃদ্ধি পায়। যথা অগ্নিশর্ম্মার অপত্য আগ্নি শর্ম্মি, কৃষ্ণের অপত্য কার্ষ্ণি, দুষ্মন্তের অপত্য দৌষ্মন্তি, দশরথের অপত্য দাশরথি। কশ্যপের অপত্য কাশ্যপেয়, গঙ্গার অপত্য গাঙ্গেয়, বিনতার

অপত্য বৈনতেয়, সিংহিকার অপত্য সৈংহিকেয়, সুভদ্রার অপত্য সৌভদ্রেয়। গর্গের অপত্য গার্গ্য, কুণ্ডিনের অপত্য কৌণ্ডিন্য, জমদগ্নির অপত্য জামদগ্ন্য, পরাশরের অপত্য পারাশর্য্য দক্ষের কন্যা দাক্ষায়ণী। পিতৃষ্বসার অপত্য পৈতৃষ্বস্রীয়। রেবতীর অপত্য রৈবতিক। যত্নুর অপত্য যাদব, রঘুর অপত্য রাঘব ইত্যাদি।

২। কারকের উত্তর ষ্ণীক্, কণ্, ণীন্, ইয় আর পুর্ব্বোক্ত সমুদয় প্রত্যয় হয় কর্ত্তৃ ও কর্ম্মণি বাচ্যে এবং ইহাদিগের ষকার ও ণকারের লোপের কার্য্য পুর্ব্ববৎ। যথা শক্তিকরণক যে যুদ্ধ করে সে শাক্তীক। পদ জানেন্ যিনি তিনি পাদক। গ্রামে হয় যে সে গ্রামীণ। যজ্ঞের নিমিত্ত সাধু ইহাতে যজ্ঞিয়। পুরাণ শাস্ত্র জানেন্ তিনি পৌরাণিক। বাক্যের দ্বারা যা কৃত সে বাচিক। পুষ্য নক্ষত্রযুক্ত রাত্রি ইহাতে পৌষী॥

৩। বিকার, সমূহ, ভাব, ইদম্, হিত, স্ব এই সকল অর্থে পুর্ব্বোক্ত তাবৎ প্রত্যয় হয়। যথা

হেমের বিকার হৈম, রজতের বিকার রাজত। ভিক্ষার সমূহ ভৈক্ষ্য, গণিকার সমূহ গাণিক্য। সুহৃদের ভাব সৌহৃদ্য, গুরুর ভাব গৌরব। বিষ্ণুর ইনি ইহাতে বৈষ্ণব, শক্তির ইনি ইহাতে শাক্ত কিম্বা শাক্তেয়। সূর্য্যের হিত সৌর। চোর এব চৌর ইত্যাদি।

৪। শব্দের উত্তর তদ্ধর্ম্ম কিম্বা ভাবার্থে তা ত্ব এবং ণ্য প্রত্যয় হয়, ণ্য প্রত্যয়ের ণকার ইৎ গিয়া আদি অচের বৃদ্ধিপায়। যথা ধীরের ভাব ধীরতা ধীরত্ব ধৈর্য্য। শূরের ভাব শূরতা শূরত্ব শৌর্য্য ইত্যাদি।

৫। গুণ বাচক শব্দের উত্তর ইমন্ হয় ভাবার্থে যথা গুরুর ভাব গরিমা, লঘুর ভাব লঘিমা।

৬। কতকগুলি শব্দের উত্তর তা হয় সমূহার্থে। যথা জনের সমূহ জনতা, গজের সমূহ গজতা, বন্ধুর সমূহ বন্ধুতা, গ্রামের সমূহ গ্রামতা ইত্যাদি।

৭। তদ্রূপ কিম্বা তদাত্মকার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়

ময়টের ট ইৎ গিয়া স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। যথা বিষ্ণু-ময়, চিন্ময়, জলাময়, আনন্দময়, দয়াময়।

৮। শব্দের উত্তর চ্বৎ প্রত্যয় হয় সাদৃশ্যার্থে। চ্বতের চ লোপ হইয়া অব্যয় হয়। যথা চন্দ্রের ন্যায় ইহাতে চন্দ্রবৎ, পশুর ন্যায় ইহাতে পশুবৎ ইত্যাদি।

৯। যে শব্দের অন্ত্যবর্ণের পুর্ব্বে ম কিম্বা অবর্ণ থাকে এমন শব্দ আর ণ ন ভিন্ন পঞ্চবর্গের যে কোন বর্ণ অন্তে থাকে এমত শব্দ ও অবর্ণান্ত শব্দ ইহাদের উত্তর বৎ হয় বিদ্যমানার্থে। যথা লক্ষ্মী আছে যাহার ইহাতে লক্ষ্মীবান, যশঃ আছে যাহার ইহাতে যশস্বান, ধন আছে যাহার ইহাতে ধনবান, এতদ্ভিন্ন তাবৎ শব্দের উত্তর এবং ককুদ্ গরুৎ প্রভৃতি কতিপয় শব্দের উত্তর মৎ হয় বিদ্য-মানার্থে। যথা বুদ্ধিমান শক্তিমান ককুদ্মান গরুত্মান ইত্যাদি।

১০। স্রক্, মেধা, মায়া, আর অসন্ত শব্দ ইহা-দের উত্তর বিন্ হয় বিকল্পে বিদ্যমানার্থে। যথা

স্রগ্বী, মেধাবী, মায়াবী, তেজস্বী, পক্ষে স্রগ্বানি-ত্যাদি।

১১। অনেক স্বর বিশিষ্ট অবর্ণান্ত শব্দের উত্তর ইন্ হয় বিকল্পে বিদ্যমানার্থে। যথা জ্ঞানী জ্ঞানবান, শিখী শিখাবান ইত্যাদি।

১২। সাকল্য আর অধীনত্ব অর্থেতে সম্পদ্, কৃ ভূ, আর অস ধাতুর পরেতে শব্দের উত্তর চস্াৎ প্রত্যয় হয়। যথা এই সকল কাষ্ঠ ভস্ম হইতেছে ইহাতে ভস্মসাৎ সম্পদ্যতে। ইহা রাজার অধীন করিতেছে ইহাতে রাজসাৎ করোতি। সকল লবণ জল হইতেছে ইহাতে কৃৎস্নং লবণং জলসা-স্তবতি।

১৩। সর্ব্ব, অন্য, যদ্, তদ্, কিম্ এই সকল শব্দের উত্তর কালার্থে সপ্তমীর স্থানে দা, অধিক-রণার্থে ত্র, এবং প্রকারার্থে থাচ্ প্রত্যয় হয়। যথা সর্ব্বস্মিন্‌কালে অর্থাৎ সকল সময়ে ইহাতে সর্ব্বদা, অন্য সময়ে হইতে অন্যদা কিম্বা অন্যর্হি, যৎকালে ইহাতে যদা কিম্বা যর্হি, তৎকালে

ইহাতে তদা, তদানীং কিম্বা তর্হি। অধিকরণার্থে সর্ব্বস্থানে ইহাতে সর্ব্বত্র, অন্যস্থানে ইহাতে অন্যত্র, কোন্ স্থানে ইহাতে কুত্র। প্রকারার্থে—সর্ব্বপ্রকারে ইহাতে সর্ব্বথা, অন্য প্রকারে ইহাতে অন্যথা ইত্যাদি।

১৪। সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর প্রকারার্থে ধাচ্ প্রত্যয় হয়। যথা দ্বিধা দ্বেধা কিম্বা দ্বৈধ, ত্রিধা ত্রেধা কিম্বা ত্রৈধ, চতুর্ধা, বহুধা ইত্যাদি।

১৫। দ্বি ও ত্রি শব্দের উত্তর অয়ট্ হয় অবয়বার্থে। যথা দ্বয়, ত্রয়, কিম্বা দ্বিতয়, ত্রিতয়।

১৬। চতুর্ শব্দের উত্তর তয়ট্ হয় অবয়বার্থে, যথা চতুষ্টয়।

১৭। দ্বিতীয় ও তৃতীয় নিপাতনে সিদ্ধ হয় পূরণার্থে।

১৮। চতুর্ ও ষষ্ শব্দের উত্তর থট্ হয় পূরণার্থে। থট্ প্রত্যয়ের ট ইৎ গিয়া স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ হয়। যথা চতুর্থ, ষষ্ঠ।

১৯। নকারান্ত সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর

পূরণার্থে মট্ প্রত্যয় হয় যদি সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্ব্বে না থাকে, এবং মট্ প্রত্যয়ের ট ইৎ গিয়া স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ হয়। যথা পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম। সংখ্যাবাচক পূর্ব্বে থাকিলে তার কি? একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ইত্যাদি।

২০। সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্ব্বে না থাকে এমত যে ষষ্ট্যাদি শব্দ তাহাদের উত্তর তমট্ হয় নিত্য পূরণার্থে। যথা ষষ্টিতমঃ, সপ্ততিতমঃ ইত্যাদি। সংখ্যাবাচক শব্দ ষষ্ট্যাদির পূর্ব্বে থাকিলে তার কি? একষষ্টঃ একষষ্টিতমঃ।

২১। শতাদি শব্দ, মাস, সম্বৎসর ইহাদিগের উত্তরে তমট্ হয় পুরাণার্থে। যথা শততমঃ এক-শততমঃ, মাসতমঃ, সম্বৎসরতমঃ।

২২। বিংশত্যাদি শব্দের উত্তর তমট্ হয় বিকল্পে পূরণার্থে। যথা বিংশতিতমঃ বিংশ, একবিংশতিতমঃ একবিংশঃ ইত্যাদি। ত্রিংশত্তমঃ ত্রিংশঃ, একত্রিংশত্তমঃ, একত্রিংশঃ ইত্যাদি।

২৩। দুয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষার্থে তর প্রত্যয়

হয় আর বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষার্থে তম প্রত্যয় হয়। যথা দুয়ের মধ্যে ইনি অতিশয় বিদ্বান্ ইহাতে বিদ্বত্তরঃ, এবং বহুর মধ্যে ইনি অতিশয় বিদ্বান্ ইহাতে বিদ্বত্তমঃ।

২৪। গুণবাচক শব্দের উত্তর দুই কিম্বা বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বোধার্থে ইষ্ঠ কিম্বা ঈয়স্ প্রত্যয় হয়। যথা ইনি দুয়ের কিম্বা অনেকের মধ্যে অতিশয় লঘু ইহাতে লঘিষ্ঠ কিম্বা লঘীয়ান্।

কারক।

কারক ছয় প্রকার হয় কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ।

কর্ত্তাকারক।

১। যিনি করেন তিনি কর্ত্তা, সংস্কৃতে কর্ত্তায় প্রথমা বিভক্তি হয় যথা দেবদত্ত গমন করিতেছে, রামহরি ভোজন করিতেছে, এস্থানে দেবদত্ত এবং রামহরি কর্ত্তাকারক।

কর্ম্মকারক।

২। যাহা করা যায় দেখা যায় কিম্বা খাওয়া যায় ইত্যাদি প্রকারকে কর্ম্মকারক বলে। কর্ম্ম-কারকে সংস্কৃতে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা ঘট করিতেছে, অন্ন খাইতেছে, এস্থানে ঘট এবং অন্ন কর্ম্মকারক।

করণকারক।

৩। যাহাদ্বারা কোন কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় তা-হাকে করণকারক বলে। সংস্কৃতে করণকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা কুঠার দ্বারা ছেদন করিতেছে, সিউনীদ্বারা সেচন করিতেছে, এস্থানে কুঠার এবং সিউনী করণকারক।

সম্প্রদানকারক।

৪। যাহাকে কোন বস্তু দান করা যায় তাহা-কে সম্প্রদান কারক বলে। সংস্কৃতে সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা ব্রাহ্মণকে ধন

দাও, অতিথিকে অন্নদাও, এস্থানে ব্রাহ্মণ ও অতিথি সম্প্রদানকারক।

অপাদানকারক।

৫। যাহা হইতে কোন বস্তু গৃহীত বিগলিত কিম্বা উৎপন্ন হয় তাহাকে অপাদানকারক বলে। সংস্কৃতে অপাদানকারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা বৃক্ষ হইতে ফল পতিত হইতেছে, পর্ব্বত হইতে জল নির্গত হইতেছে, এস্থানে বৃক্ষ ও পর্ব্বত অপাদানকারক।

অধিকরণকারক।

৬। যাহাতে কোন দ্রব্যাদি থাকে কিম্বা ক্রিয়ার আধার হয়, তাহাকে অধিকরণকারক বলে। সংস্কৃতে অধিকরণকারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা বনেতে ব্যাঘ্র আছে, নদীতে নৌকা আছে, এস্থানে বন এবং নদী অধিকরণকারক।

সপ্ত বিভক্তিদ্বারা শব্দের যে যে রূপ হয় তাহার দৃষ্টান্ত।

	এক বচন।	বহু বচন।
প্রথমা	সন্তান	সন্তানেরা।
দ্বিতীয়া	সন্তানকে	সন্তানদিগকে।
তৃতীয়া	সন্তান কর্ত্তৃক সন্তান করণক সন্তান দ্বারা সন্তান দিয়া	সন্তানদের সন্তানেরদের। সন্তানদিগের কিম্বা। সন্তানেরদিগের কর্ত্তৃক দ্বারা ইত্যাদি।
চতুর্থী	সন্তানকে।	সন্তানদিগকে।
পঞ্চমী	সন্তান হইতে।	সন্তানদের সন্তানেরদের সন্তানদিগের কিম্বা সন্তানেরদিগের হইতে
ষষ্ঠী	সন্তানের।	সন্তানদের, সন্তানেরদের সন্তানদিগের কিম্বা সন্তানেরদিগের।
সপ্তমী	সন্তানে কিম্বা সন্তানেতে	সন্তানদিগতে কিম্বা সন্তানের দিগতে।

প্রায় সমুদয় শব্দ সাধুভাষায় বিভক্তি যোগে এই রূপ সাধন হইয়া থাকে কিন্তু তন্মধ্যে সংস্কৃত প্রথানুসারে ইনন্ত শব্দ কেবল প্রথমার এক বচনে দীর্ঘ ঈকার থাকে আর সমুদয় বিভক্তিতে হ্রস্ব হইয়া যায় যেমত পক্ষী পক্ষিরা পক্ষিকে ইত্যাদি।

সম্বোধন।

হে, ভোঃ, ভোঃভোঃ, অয়ি, ওগো, রে, অরে, আরে ওরে, হাঁরে, গো, লো, ওলো ইত্যাদি শব্দ কর্ত্তৃকারকীয় শব্দের পুর্ব্বে যোগ করিলে সম্বোধনার্থ বুঝায়।

১। হে সংস্কৃতে সাধারণ রূপে সকল শব্দের পুর্ব্বেই ব্যবহৃত হয় কিন্তু সাধুভাষায় স্ত্রীবোধক শব্দ ও গুরুলোকের নামাদির পুর্ব্বে সাক্ষাৎকারে প্রায় ব্যবহৃত হয় না।

২। ঈশ্বর বোধক শব্দের পুর্ব্বে হে ব্যবহৃত হইয়া থাকে যেমত হে পরমাত্মন্ হে জগদীশ্বর।

৩। হে এবং ওহে কোন ব্যক্তির নামের পুর্ব্বে

প্রযুক্ত হইলে সম্ভ্রম বা অসম্ভ্রম কিছুই প্রকাশ হয় না কিন্তু স্থল বিশেষে এবং উচ্চারণ ভেদে বিদ্রুপাদি প্রকাশ হইতে পারে।

৪। ভোঃ, ভোঃভোঃ ইত্যাদি সম্বোধন সূচক শব্দ সংস্কৃতে অধিক রূপে চলিত বাঙ্গালায় প্রায় চলিত নাই।

৫। অয়ি অনুনয় সূচক সম্বোধন প্রায় স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ব্যবহার হইয়া থাকে।

৬। সম্বন্ধে গুরুলোক অথবা যে সকল ব্যক্তির সহিত বক্তা দেশীয় নীত্যনুসারে পরিহাসাদি করিতে পারে না ঐ সকলের সম্বোধনে ওগো হাগো ব্যবহার হইয়া থাকে।

৭। কনিষ্ঠ অথবা নীচ ব্যক্তির নামাদির পূর্ব্বে ওরে আরে রে ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু ভাব বিশেষে উক্ত শব্দাদি স্নেহ সূচকও হয়।

৮। ওলো, লো, কেনলো ইত্যাদি পরিহাসাদি যোগ্যা স্ত্রীলোকের প্রতি স্ত্রীলোকেরা ব্যবহার করিয়া থাকে।

৯। আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের আকার সম্বোধনে একারে পরিবর্ত্তিত হয়। যথা হে দুর্গে, হে জগদম্বে, হে লতে ইত্যাদি।

১০। ইকারান্ত শব্দ সকলের ইকার সম্বোধনে একারে পরিবর্ত্তিত হয়। যথা হে হরে, হে পতে, হে সখে ইত্যাদি।

১১। উকারান্ত শব্দ সকল সম্বোধনে ওকারান্ত হয়। যেমত হে সাধো, হে বন্ধো, হে প্রভো।

১২। দীর্ঘ ঈকারান্ত ও ঊকারান্ত শব্দ সকল সম্বোধনে প্রায় তজ্জাতীয় হ্রস্ব স্বরে পরিবর্ত্তিত হয়। যথা হে নারি, হে বধু ইত্যাদি।

১৩। ঋকারান্ত শব্দ সকল সম্বোধনে প্রায় অকারান্ত হয়। যেমত হে পিত, হে মাত, হে ভ্রাত।

১৪। ইনন্ত শব্দ সকল সম্বোধনে ইনন্তই থাকে। যথা হে স্বামিন্, হে মন্ত্রিন্, হে পক্ষিন্।

১৫। অৎ অন্ ও অসন্ত শব্দের উত্তর ন্ হয়। সম্বোধনে। যথা হে শ্রীমন্, হে রাজন্, হে বিদ্বন্।

ক্রিয়াবাচকপদ।

ক্রিয়া তিনকালে হয় বর্ত্তমান অতীত এবং ভবিষ্যৎ। যে ক্রিয়াকাল উপস্থিত আছে তাহাকে বর্ত্তমান বলে, যেমত দেখিতেছি করিতেছি। যাহা গত হইয়াছে তাহাকে অতীতকাল বলে, যেমত দেখিয়াছি করিয়াছি। এবং যাহা পরে হইবেক তাহাকে ভবিষ্যৎকাল বলে যেমত দেখিব করিব।

উক্ত বর্ত্তমানকাল চারিপ্রকার হয়। যথা প্রবৃত্তোপরতঃ, বৃত্তাবিরতঃ, নিত্যপ্রবৃত্তঃ, এবং সামীপ্য। প্রবৃত্তোপরতঃ ইহার তাৎপর্য্য এই যে কর্ম্ম প্রবৃত্ত হইয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় যেমত তিনি অন্ন খাইতেছেন্ না। দ্বিতীয় বৃত্তাবিরতঃ ইহার তাৎপর্য্য অতীত কর্ম্মের যে বর্ত্তমান জ্ঞান যেমত এস্থানে বালকেরা খেলা করে। নিত্যপ্রবৃত্তের অর্থ এই যে স্থানে যে সর্ব্বদা থাকে। সামীপ্য দুই প্রকার হয় ভুত সামীপ্য ও ভবিষ্যৎ সামীপ্য ভুত সামীপ্যের তাৎপর্য্য এই যেমত তুমি কখন আসিয়াছ এই জিজ্ঞাসাতে আগত ব্যক্তি কহি-

তেছে যে আমি এই আসিতেছি। এবং ভবিষৎ সামীপ্য— তুমি কখন যাইবা এই জিজ্ঞাসাতে তিনি গমন না করিয়াও কহিতেছে যে আমি এই যাইতেছি।

অতীতকাল তিনপ্রকার হয়। অদ্যতনঃ, হ্যস্তনঃ এবং পরোক্ষঃ। যে ক্রিয়াকাল অদ্য সমাপ্ত হইয়াছে তাহাকে অদ্যতন কহে, যাহা গত দিবস সমাপ্ত হইয়াছে তাহাকে হ্যস্তনঃ কহে, এবং যে ক্রিয়াকাল বহুকাল গত হইয়াছে তাহাকে পরোক্ষঃ কহে। এইরূপে সময়ের নৈকট্য ও দূরত্ব প্রযুক্ত অদ্যতন ভবিষৎ, অনদ্যতন ভবিষৎ এবং দূর ভবিষ্যৎ হয়।

ক্রিয়া দ্বিবিধ হয় অকর্ম্মক্রিয়া এবং সকর্ম্মক্রিয়া। যে সকল ক্রিয়ার কর্ম্মপদ আবশ্যক করে না তাহাকে অকর্ম্মক্রিয়া কহে যেমত আমি আছি, বালক দৌড়িতেছে, বৃষ্টি পড়িতেছে।

যে ক্রিয়ার সহিত কর্ম্মপদ থাকে তাহাকে সকর্ম্ম ক্রিয়া কহে। যেমত তিনি মহাভারত শ্রবণ করিতেছেন, শিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন।

ধাতুরূপ।

অস্মদ্ যুষ্মদ্ ও লিঙ্গকর্ত্তার বিভক্তিদ্বারা ক্রিয়ার পৃথক প্রকারকে ধাতুরূপ কহে।

বর্ত্তমানকাল।

	উত্তমপুরুষ অর্থাৎ অস্মদকর্ত্তা	মধ্যমপুরুষ অর্থাৎ যুষ্মদকর্ত্তা	প্রথমপুরুষ অর্থাৎ লিঙ্গকর্ত্তা
একবচন	আমিকরিতেছি	তুমিকরিতেছ	তিনিকরিতেছেন
বহুবচন	আমরাকরিতেছি	তোমরাকরিতেছ	তাহারাকরিতেছেন

অতীতকাল।

একবচন	আমিকরিয়াছি	তুমিকরিয়াছ	তিনিকরিয়াছেন
বহুবচন	আমরাকরিয়াছি	তোমরাকরিয়াছ	তাহারাকরিয়াছেন

ভবিষ্যৎকাল।

একবচন	আমিকরিব	তুমিকরিবে	তিনিকরিবেন
বহুবচন	আমরাকরিব	তোমরাকরিবে	তাহারাকরিবেন

সকর্ম্ম ক্রিয়া দুই প্রকার হয় কর্ত্তৃবাচ্য ও কর্ম্মণি-বাচ্য। বাক্য স্থলে যে ক্রিয়া প্রধান রূপে কর্ত্তাকে অভিপ্রেত করে তাহার নাম কর্ত্তৃবাচ্য যেমন রাম শ্যামকে ধরিলেন, এবং যে ক্রিয়া প্রধান রূপে কর্ম্মকে অভিপ্রেত করে তাহার নাম কর্ম্মণিবাচ্য যেমন শ্যাম রাম কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন॥

কৃদন্তঃ।

ধাতুর উত্তর যে সকল প্রত্যয় হইয়া শব্দ নিষ্পন্ন হয় সেই প্রত্যয়ের সংজ্ঞা কৃৎ তাহা অন্তে থাকে যার তাহার নাম কৃদন্তঃ।

১। ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে ভবিষ্যদর্থে তব্য অনীয় ও য প্রত্যয় হয়, এবং এই সকল প্রত্যয় কোনস্থলে ধাতুর সহিত কেবল যোগ হইয়া পদ হয়, এবং কোন কোন স্থানে ধাতুর কিছু কিছু আকার পরিবর্ত্ত হয়। যথা কৃধাতু কর্ত্তব্য করণীয় কার্য্য। দাধাতু—দাতব্য দানীয় দেয়। গমধাতু—গন্তব্য গমনীয় গম্য। ভূধাতু—

ভবিতব্য ভবনীয় ভব্য। বচধাতু—বক্তব্য বচনীয় বাচ্য। গ্রহধাতু—গ্রহীতব্য গ্রহণীয় গ্রাহ্য।

২। ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে ত প্রত্যয় হয় অতীত কালার্থে। যথা জিধাতু—জিত, কৃধাতু—কৃত, দাধাতু—দত্ত, দৃশধাতু—দৃষ্ট ইত্যাদি।

৩। ধাতুর উত্তর স্যমান প্রত্যয় হয় কর্ত্তৃও কর্ম্মণি বাচ্যে ভবিষ্যৎ কালার্থে। যথা করিষ্যমাণ জনিষ্যমাণ ইত্যাদি।

৪। ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে বতু প্রত্যয় হয় অতীত কালার্থে। যথা কৃধাতু করিয়াছি ইহাতে কৃতবান্ এইরূপে জিতবান্, শ্রুতবান, হতবান, গৃহীতবান ইত্যাদি।

৫। অকর্ম্ম ধাতুর উত্তর এবং গম, রুহ প্রভৃতি কতিপয় সকর্ম্ম ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ত প্রত্যয় হয়। যথা মৃধাতু—মৃত, স্থাধাতু—স্থিত, জাগৃ-ধাতু—জাগরিত, গমধাতু—গত রুহধাতু—রূঢ়।

৬। ণ্যন্তধাতু এবং ভ্রাজ, ভু, সহ, রুচ, চর, বৃধ, বৃত, প্রজন, অপত্রপ, অলংকৃ, নিরাকৃ,

-উন্মদ, উৎপত, উৎপচ, এই সকল ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ইষ্ণু প্রত্যয় হয়। যথা কারয়িষ্ণুঃ, ভ্রাজিষ্ণুঃ ভবিষ্ণুঃ, সহিষ্ণুঃ, রোচিষ্ণুঃ, চরিষ্ণুঃ, বৰ্দ্ধিষ্ণুঃ, বর্ত্তিষ্ণুঃ, প্রজনিষ্ণুঃ, অপত্রপিষ্ণুঃ, অলংকরিষ্ণুঃ, উন্মাদিষ্ণুঃ, উৎপাতিষ্ণুঃ, উৎপচিষ্ণুঃ।

৭। ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে তৃন্ ও ণক প্রত্যয় হইয়া লিঙ্গবাচ্য হয়। যথা কৃধাতু—কর্ত্তা কারক, হৃধাতু—হর্ত্তা হারক ইত্যাদি।

৮। গ্রহাদি ধাতুর উত্তর ণিন্ প্রত্যয় এবং নন্দ্যাদি ধাতুর পর অন প্রত্যয় হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। যথা গ্রাহী, স্থায়ী, নন্দন, বিচক্ষণ ইত্যাদি।

৯। শৄ, স্থা, ভূ, কম, গম ইত্যাদি কতিপয় ধাতুর উত্তর এঃুক হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। যথা শারুক, স্থায়ুক, ভাবুক, কামুক, গামুক, ঘাতুক।

১০। কতকগুলি ধাতুর উত্তর ঊক হয় কর্ত্তৃ-বাচ্যে। যথা জাগরূক, দন্দশূক, বাবদূক ইত্যাদি।

১১। কতিপয় ধাতুর উত্তর বর হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। যথা যাযাবর, ভাস্বর, স্থাবর ইত্যাদি।

১২। কতকগুলি ধাতুর উত্তর উ হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। যথা ঈপ্সু, ভিক্ষু, জিজ্ঞাসু, আশংসু ইত্যাদি।

কৃদন্তক্রিয়ারূপ।

ভাববাচক	কর্ত্তৃবাচক	কর্ম্মবাচক
অঙ্গীকার	অঙ্গীকারক	অঙ্গীকৃত
অধিষ্ঠান	অধিষ্ঠাতা	অধিষ্ঠিত
অনুগ্রহ	অনুগ্রাহক	অনুগৃহীত
অন্বেষণ	অন্বেষক।অন্বেষ্টা।	অন্বিষ্ট।অন্বেষিত
আঘাত	আঘাতক	আহত
আচ্ছাদন	আচ্ছাদক	আচ্ছন্ন।আচ্ছাদিত
আদেশ	আদেষ্টা	আদিষ্ট।আদেশিত
আজ্ঞা	আজ্ঞাপক	আজ্ঞাপিত
উচ্চারণ	উচ্চারক	উচ্চারিত
উৎসর্গ	উৎসর্জক	উৎসৃষ্ট
উপস্থান	উপস্থাতা	উপস্থিত
উপকার	উপকারক	উপকৃত

ভাববাচক	কর্ত্তৃবাচক	কর্ম্মবাচক
কর্ষণ	কর্ষক	কৃষ্ট। কর্ষিত
করণ	কারক। কর্ত্তা	কৃত
ক্রয়	ক্রেতা	ক্রীত
ক্রন্দন	ক্রন্দনকারী	ক্রন্দিত
খনন	খনক	খনিত
খাদন	খাদক	খাদিত
খোদন	খোদক	খুদিত
খেদ	খেদকারী	খেদিত
গঠন	গঠক	গঠিত
গমন	গন্তা। গামী	গত
গান	গায়ক	গীত
গোপন	গোপক। গোপ্তা	গুপ্ত। গোপায়িত
ঘটনা	ঘটক	ঘটিত
ঘর্ষণ	ঘর্ষক	ঘৃষ্ট। ঘর্ষিত
ঘোষণ	ঘোষক	ঘুষ্ট। ঘোষিত
ঘ্রাণ	ঘ্রায়ক	ঘ্রাত
চর্ব্বণ	চর্ব্বক	চর্ব্বিত

ভাববাচক	কর্ত্তৃবাচক	কর্ম্মবাচক
চূর্ণ	চূর্ণক	চূর্ণিত
চেষ্টা	চেষ্টক	চেষ্টিত
ছেদন	ছেদক	ছিন্ন। ছেদিত
জনন	জনক	জনিত। জাত
জপ	জাপক	জপিত
জয়	জেতা	জিত
জিজ্ঞাসা	জিজ্ঞাসক। জিজ্ঞাসু	জিজ্ঞাসিত
তর্পণ	তর্পক	তৃপ্ত। তর্পিত
তারণ	তারক	তারিত
তিতিক্ষা	তিতিক্ষু	তিতিক্ষিত
তুষ্টি	তোষক	তুষ্ট। তোষিত
দমন	দমনকারী	দান্ত। দমিত
দর্শন	দর্শক	দৃষ্ট। দর্শিত
দান	দাতা	দত্ত
দীক্ষা	দীক্ষক	দীক্ষিত
ধারণ	ধারক	ধৃত
ধন্যবাদ	ধন্যবাদক	ধন্যবাদিত

ভাববাচক	কর্ত্তৃবাচক	কর্ম্মবাচক
ধ্বংস	ধ্বংসক	ধ্বস্ত। ধ্বংসিত
নাশ	নাশক	নষ্ট। নাশিত
নিন্দা	নিন্দক	নিন্দিত
নিবারণ	নিবারক	নিবারিত
নিবেশ	নিবেশক	নিবিষ্ট। নিবেশিত
পরাজয়	পরাজেতা	পরাজিত
পরামর্শ	পরামর্শক	পরামৃষ্ট। পরামর্শিত
পরিচর্য্যা	পরিচারক	পরিচরিত
পরিমাণ	পরিমাতা	পরিমিত
বন্ধন	বন্ধক	বদ্ধ
বপন	বাপক	উপ্ত। বাপিত
বর্ণনা	বর্ণক	বর্ণিত
বহন	বাহক	ঊঢ়। বাহিত
ভর্জন	ভর্জক	ভর্জিত
ভরণ	ভর্ত্তা	ভৃত
ভাবনা	ভাবক	ভাবিত
ভিক্ষা	ভিক্ষু। ভিক্ষক	ভিক্ষিত

ভাববাচক	কর্ত্তৃবাচক	কর্ম্মবাচক
মর্দ্দন	মর্দ্দক	মর্দ্দিত
মিশ্রণ	মিশ্রক	মিশ্রিত
মোচন	মোচক	মুক্ত
যাজন	যাজক	যাজিত
যাচ্ঞা	যাচক	যাচিত
যাপন	যাপক	যাপিত
যোগ	যোজক	যুক্ত। যোজিত
রক্ষা	রক্ষক	রক্ষিত
রচনা	রচক	রচিত
রমণ	রমক	রত
রোদন	রোদক	রুদিত
লেখন	লেখক	লিখিত
লেপন	লেপক	লিপ্ত। লেপিত
লোপ	লোপক	লুপ্ত। লোপিত
লোভ	লোভী	লুব্ধ। লোভিত
শয়ন	শায়ক	শয়িত
শাপ	শাপক	শপ্ত

শাসন	শাস্তা	শাসিত
শিক্ষা	শিক্ষক	শিক্ষিত
হরণ	হারক	হৃত
হিংসা	হিংসক	হিংসিত
হেলন	হেলক	হেলিত
হোম	হোতা	হুত
ক্ষালন	ক্ষালক	ক্ষালিত
ক্ষোভ	ক্ষোভকারী	ক্ষুব্ধ। ক্ষোভিত

এই সকল ভাববাচ্যের উত্তর কর অর্থাৎ কৃধাতু প্রয়োগ করিলে ক্রিয়া পদ সিদ্ধ হয়। যেমত আমি অঙ্গীকার করিতেছি।

অবস্থা ভেদে ক্রিয়া চারি প্রকার হয়। যথা নির্দ্ধারণ সংযোজন নিয়োজন এবং সংযাচন। ক্রিয়ার প্রতিপাদ্য অবস্থার সহিত কর্ত্তার যে সম্বন্ধ তাহা নিশ্চিত হইলে ক্রিয়ার নির্দ্ধারণ প্রকার হয় যেমত তিনি দেখিবেন কিম্বা করিবেন ইত্যাদি এবং ঐ সম্বন্ধ যদি অন্যকে উপেক্ষা করে

তবে সেই ক্রিয়াকে সংযোজন প্রকার কহে যেমত যদি তুমি যাও তবে আমি যাইব। উক্ত সম্বন্ধ অনুমতির বোধক হইলে ক্রিয়াকে নিয়োজন কহে যেমত তুমি ভোজন কর, এবং প্রার্থনার অনুবোধক হইলে উক্ত সম্বন্ধকে সংযাচন বলে যেমত আমি বেড়াইব।

সমাসঃ।

দ্বিপদ কিম্বা বহুপদের যে একপদ করণ তাহার নাম সমাস, সে ছয় প্রকার হয়। যথা দ্বন্দ্ব, বহুব্রীহি, কর্ম্মধারয়, তৎপুরুষ, দ্বিগু এবং অব্যয়ীভাব।

দ্বন্দ্ব সমাস।

১। ভিন্নার্থপদের যে সমাস তাহার নাম দ্বন্দ্ব সমাস। দ্বন্দ্ব সমাস দুইপ্রকার হয় ইতরেতর এবং সমাহার। যদি দুটী এক বচনান্ত পদে ইতরেতর

দ্বন্দ্ব সমাস হয় তাহা হইলে সংস্কৃতে শেষের পদ দ্বিবচনান্ত হয়, এবং বহুবচন থাকিলে বহু বচনান্ত হয় আর শেষ পদ যে লিঙ্গ হয় ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাস স্থলে সেই লিঙ্গ থাকে। যথা মাতা পিতা ইহাতে মাতা পিতরৌ, ফলং পুষ্পম্ ইহাতে ফল পুষ্পে, ব্রহ্মা অচ্যুতঃ ঈশঃ ইহাতে ব্রহ্মাচ্যুতেশাঃ ইত্যাদি। সমাহার দ্বন্দ্বসমাস করিলে শেষের শব্দ যে লিঙ্গ হউক না কেন, ক্লীব লিঙ্গ এক বচনান্ত হইয়া যায় যেমত হংসঃ কোকিলঃ ইহাতে হংস কোকিলম্ ইত্যাদি।

বহুব্রীহিসমাস।

২। যে যে পদের সমাস হয় তাহার অর্থ না বুঝাইয়া যেখানে তত্তৎ পদার্থ বিশিষ্ট বস্তু কিম্বা ব্যক্তিকে বুঝায় তাহাকে বহুব্রীহি সমাস কহে, যেমত পীতমম্বরম্ পীতবস্ত্র পরিধান করেন্ যিনি তিনি পীতাম্বরো হরিঃ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, নীলমম্বরম্ যস্যাসৌ নীলাম্বরো অর্থাৎ বলদেব ইত্যাদি।

না শব্দের স্থানে অ হয় হলবর্ণ পরে এবং অন্ হয় স্বরবর্ণ পরে সমাসে। যথা নাই জ্ঞান যাহার সে অজ্ঞান, নাই বোধ যাহার সে অবোধ ইত্যাদি। নাই অন্ত যাহার সে অনন্ত, নাই আদি যাহার সে অনাদি ইত্যাদি।

মহৎ শব্দের ত্ স্থানে আ হয় একার্থ শব্দ পরেতে, যথা মহৎবল যাহার সে মহাবল, মহৎ-আত্মা যাহার সে মহাত্মা ইত্যাদি।

সক্থি এবং অক্ষি শব্দের ইকার লোপ হয় স্বাঙ্গার্থে বহুব্রীহি সমাসে, যথা দীর্ঘ সক্থ পুণ্ডরীকাক্ষ।

নাভি শব্দের ইকার লোপ হয় নাম বুঝাইতে, যথা পদ্মনাভ।

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পুংলিঙ্গের ন্যায় হয় একার্থ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পরেতে, কিন্তু কান্ত শব্দ, স্বাঙ্গেকৃত ও জাতিবাচক ঈকারান্ত শব্দ ইত্যাদি বর্জ্জে। যথা উত্তমা ভার্য্যা যাহার সে উত্তম ভার্য্য, মহতী

মায়া যাহার সে মহামায় ইত্যাদি। রসিকা ভার্য্যা যাহার সে রসিকা ভার্য্য, পাচিকা ভার্য্যা যাহার সে পাচিকা ভার্য্য, সুকেশী ভার্য্যা যাহার সে সুকেশী ভার্য্য, ব্রাহ্মণী ভার্য্যা যাহার সে ব্রাহ্মণী ভার্য্য ইত্যাদি।

সহিত শব্দ স্থানে স হয় বহুব্রীহি সমাসে। যথা ভৃত্যের সহিত যে সে সভৃত্য, সৈন্যের সহিত যে সে সসৈন্য ইত্যাদি।

বহুব্রীহি সমাসের উত্তর ই হয় ব্যতিহার অর্থে এবং পূর্ব্বপদের অন্ত্য স্বরবর্ণের স্থানে আ হয়। যথা কেশাকেশি, মুষ্টামুষ্টি, লাঠালাঠি ইত্যাদি।

কর্ম্মধারয় সমাস।

৩। বিশেষণ ও বিশেষ্য পদের অভেদ রূপে যে সমাস তাহার নাম কর্ম্মধারয় সমাস। যথা নীলম্ উৎপলম্ নীলোৎপলম্, সুন্দরঃ পুরুষঃ সুন্দর পুরুষঃ। যদি বিশেষণ ও বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ

হয় তাহা হইলে বিশেষণ শব্দ পুংলিঙ্গের মত হয়। যথা জীর্ণাতরি ইহাতে জীর্ণতরি ইত্যাদি।

সখি, রাজন, অহন শব্দের অন্ত্যবর্ণ স্থানে অ হয় কর্ম্মধারয় ও তৎপুরুষ সমাসে। যথা প্রিয়-সখ, মহারাজ, পরমাহ।

এক শব্দের অ স্থানে আ হয় দশ শব্দ পরে, যে এক অধিক দশ সে একাদশ।

দ্ব্যধিক, ত্র্যধিক ও অষ্টাধিক শব্দের স্থানে দ্বা এয়স্ অষ্টা আদেশ হয় ক্রমেতে দশ বিংশতি ও ত্রিংশৎ শব্দ পরে নিত্য, এবং চত্বারিংশৎ, পঞ্চাশৎ ষষ্টি, সপ্ততি ও নবতি পরে বিকল্পে। যথা দ্ব্যধিক যে দশ সে দ্বাদশ এইরূপে ত্রয়োদশ, অষ্টাদশ, দ্বাবিংশতি, ত্রয়োবিংশতি, অষ্টা-বিংশতি, দ্বাত্রিংশৎ, ত্রয়স্ত্রিংশৎ, অষ্টাত্রিংশৎ। দ্বাচত্বারিংশৎ, দ্বিচত্বারিংশৎ, ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ, ত্রিচত্বারিংশৎ, অষ্টাচত্বারিশৎ, অষ্টচত্বারিংশৎ, দ্বাপঞ্চাশৎ, দ্বিপঞ্চাশৎ ইত্যাদি। অশীতি কিং? দ্ব্যশীতি, ত্র্যশীতি, অষ্টাশীতি।

তৎপুরুষ সমাসঃ।

৪। দ্বিতীয়াদি বিভক্ত্যন্ত পদ পূর্ব্বে থাকে আর পর পদ প্রথমাবিভক্তি হয় তাহাকে তৎ-পুরুষ সমাস কহে। যথা কৃষ্ণমাশ্রিতঃ অর্থাৎ কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়াছে যে সে কৃষ্ণাশ্রিতঃ, হরিণাত্রাতো অর্থাৎ হরি ত্রাণ করিয়াছেন যাহাকে সে হরিত্রাতঃ এইরূপে বিষ্ণবে দত্তং বিষ্ণু-দত্তং অচ্যুতাজ্জাতং অচ্যুতজাতং, কৃষ্ণস্য সখা কৃষ্ণসখঃ, পুরুষেষু উত্তমঃ পুরুষোত্তমঃ, এই সমাসে পর পদ লিঙ্গবাচ্য হয়।

দ্বিগুসমাসঃ।

৫। সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্ব্বে থাকে যে সমাসে তাহাকে দ্বিগু কহে। দ্বিগু তিন প্রকার হয় তদ্ধি-তার্থঃ, সমাহার, এবং উত্তরপদপর। তদ্ধিতার্থ দ্বিগু যথা পঞ্চভির্গোভিঃ ক্রীতঃ অর্থাৎ পঞ্চগরু দ্বারা ক্রীত যে দ্রব্য সে পঞ্চগুঃ। সমাহার দ্বিগু যথা ত্রয়াণাং লোকানাং সমাহার ত্রিলোকী এবং কোন কোন স্থানে ক্লীব লিঙ্গ প্রত্যয় হয় যথা

ত্রয়াণাং ভুবনানাং সমাহার ত্রিভুবনং। উত্তর-পদপর দ্বিগু যথা পঞ্চগাবোধনং যস্যাসৌ অর্থাৎ পঞ্চগরু ধন যাহার সে পঞ্চগবধনঃ। তদ্ধিতার্থ এবং উত্তরপদপর দ্বিগু সমাসে লিঙ্গবাচ্য হয় এবং সমাহার দ্বিগুতে ক্লীবলিঙ্গ ক্বচিৎ স্ত্রীলিঙ্গ হয়।

অব্যয়ীভাবসমাসঃ।

৬। অব্যয় শব্দ পুর্ব্ব পদে থাকে যে সমাসে তাহার নাম অব্যয়ীভাবসমাসঃ ইহাতে ক্লীব লিঙ্গ হয়।

কারক, সামীপ্য, সাদৃশ্য, সাকল্য, অনুক্রম, ঋদ্ধি, বীপ্সা, পর্য্যন্ত, যোগ্যত্ব, পশ্চাৎ, অনতি-ক্রম, শব্দ প্রাদুর্ভাব, অভাব, যৌগপদ্য এই সকল অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। যথা কৃষ্ণমধি-কৃত্য প্রবৃত্তা কথা "অধিকৃষ্ণং„ কৃষ্ণস্য সমীপা-দাতঃ "উপকৃষ্ণাদাতঃ„ হরির সদৃশ "সহরি„ তৃণের সহিত সকল খায় "সতৃণং„ জ্যেষ্ঠের অনু-ক্রম অর্থাৎ হীন হইয়া যায় "অনুজ্যেষ্ঠং„ মন্ত্রের

ঋদ্ধি অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য "সমদ্রং„ বিষ্ণুং ৱিষ্ণুং প্রতি "প্রতিবিষ্ণু„ অগ্নিগ্রন্থ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন "সাগ্নি„ ৰূপস্থ যোগ্যং "অনুৰূপং„ শিবস্থ পশ্চাৎ "অনুশিবং„ শক্তি মনতিক্রম্য "যথা-শক্তি„ হরি এই শব্দ লোকে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে "ইতিহরি„ পাপের অভাব "অপাপং„ চক্রের সহিত যুগপদ ধারণ "সচক্রং„ ।

অব্যয় শব্দ ।

অব্যয় শব্দের মধ্যে কতিপয় ক্রিয়ার বিশেষণ, কতিপয় সমুচ্চয়ার্থক, কতিপয় অন্তর্ভাব প্রকাশক এবং কতিপয় উপসর্গ ৰূপে ব্যবহৃত হয় ।

ক্রিয়ার বিশেষণ ।

যে শব্দ দ্বারা ক্রিয়ার বিশেষ বর্ণনা হয় তাহার নাম ক্রিয়ার বিশেষণ । ক্রিয়ার বিশেষণ প্রধানতঃ তিনপ্রকার হয় কালসম্বন্ধীয় স্থানসম্বন্ধীয় এবং প্রকারসম্বন্ধীয় ।

কালসম্বন্ধীয়।

সদা, সর্ব্বদা, সদৎ, যদা, কদা, একদা, কদাচিৎ, কদাচ, কদাপি, আগে, অগ্রে, অবশেষে, অতঃপরে, ইতঃপরে, ইতিপুর্ব্বে, পশ্চাৎ, পাছে, এক্ষণে, ক্ষণেক্ষণে, তৎক্ষণাৎ, অনুক্ষণ, বারম্বার মুহুর্ম্মুহুঃ, পুনঃপুনঃ, ভুয়োভুয়ঃ, পুনশ্চ, পুনর্ব্বার, পুনরায়, যথাকালে, কস্মিন্‌কালে, প্রাককালে, যৎকালীন, তৎকালীন, ইদানীং, ইদানীন্তন, অধুনা, সংপ্রতি, অচিরাৎ, সকৃৎ, সদপি, যুগপৎ, অদ্য, কল্য, পরশ্ব, তরশ্ব ইত্যাদি।

স্থানসম্বন্ধীয়।

যথা, তথা, হেথা, হোথা, যত্র, তত্র, অত্র, কুত্র, কুত্রাপি, কুত্রচিৎ, সর্ব্বত্র, অধঃ, বহিঃ, অন্তরে, অদূরে, সম্মুখে, পরিতঃ, ইতস্ততঃ, অভিতঃ ইত্যাদি।

প্রকারসম্বন্ধীয়

তদনুসারে, তদনুরূপে, যদনুসারে, যদনুরূপে ক্রমে, ক্রমশঃ, ক্রমেক্রমে, দৈবাৎ, অকস্মাৎ, হঠাৎ, সহসা ইত্যাদি।

সমুচ্চয়ার্থক।

যে শব্দ দুইপদের মধ্যে থাকিয়া পরস্পরের অন্বয় বা যোগ কিম্বা বিয়োগ দর্শায় তাহাকে সমুচ্চয়ার্থক বলা যায়। যথা আর, আরো, এবং কিঞ্চ, অন্যচ্চ, অথচ, যদি, যদ্যপি, যদিস্যাৎ, যদ্যপিস্যাৎ, তবে তথাপি, তত্রাপি, তত্রাচ, তথাচ, যেহেতু, অধিকন্তু, কিন্তু, কিম্বা, অথবা, নতুবা, নচেৎ, না ইত্যাদি।

অন্তর্ভাব প্রকাশক।

উহু উহু, ইহি ইহি, আঃ, বাপ্‌রে বাপরে, ত্রাহি ত্রাহি, হায় হায়, বাহ্বা বাহ্বা, ধন্য ধন্য, ছিছি, ছ্যাছ্যা, সেকি সেকি, দূর্ দূর্ ইত্যাদি।

উপসর্গসংজ্ঞা।

উপসর্গ বিংশতি প্রকার হয়। যথা প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব, অনু, নির্, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ। এই সকল উপসর্গ ধাতুর এবং সমস্যমান পদের পূর্ব্বে যোগ হইয়া কোন স্থানে ধাত্বর্থের বাধা জন্মায় কোন স্থলে বা বিশেষ করে এবং কোন স্থানে ধাত্বর্থের অনুবর্ত্তন করে।

প্র— উৎকর্ষবাচক এবং সর্ব্বতোভাবাদির-দ্যোতক। যথা প্রদীপ্ত, প্রচলিত অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে দীপ্ত, সর্ব্বত্রচলিত ইত্যাদি।

পরা— ভঙ্গবাচক, অনাদর, এবং প্রত্যাবৃত্তির অর্থবাচক। যথা পরাজয়, পরাভব, পরাবৃত্ত ইত্যাদি।

অপ— বৈরূপ্য, অপকৃষ্ট কিম্বা বর্জ্জনার্থ-বোধক। যথা অপদেবতা, অপযশঃ অপকর্ষণ, অপমান, অপশব্দ ইত্যাদি।

সম্— প্রকর্ষ কিম্বা সম্যক্ ভাববাচক। যথা সংকীর্ত্তন, সংশোধন ইত্যাদি।

নি— নিষেধ কিম্বা নিশ্চয়ার্থবোধক। যথা নিদয়, নিঘৃণ, নিবারণ, নিমগ্ন ইত্যাদি।

অব— কদর্য্য, নিশ্চয় কিম্বা নিষেধার্থবোধক। যথা অবক্রয়, অবগণন, অবধারণ, অবমান ইত্যাদি।

অনু— পশ্চাৎ, সাদৃশ্য, সহ কিম্বা পুনরর্থ বোধক। যথা অনুতাপ, অনুরূপ, অনুচর, অনুলাপ ইত্যাদি।

নির— নিষেধ কিম্বা নিশ্চয়ার্থবোধক। যথা নির্দ্দোষ, নির্ধন, নিভয়, নির্ধার্য্য, নির্ব্বচন ইত্যাদি।

দুর্— কষ্টসাধ্য, নিন্দা কিম্বা কুৎসিতবাচক। যথা দুঃসাধ্য, দুর্গম্য, দুশ্চরিত্র, দুর্নাম।

বি— বর্জ্জিত কিম্বা বিশেষার্থবোধক। যথা বিকচ, বিধবা, বিখ্যাত, বিমোচন।

অধি— আধিক্য কিম্বা প্রাধান্যবোধক। যথা অধিপতি, অধিকার, অধিকৃত ইত্যাদি।

সু— অনায়াস-সাধ্য বা উত্তমার্থ কিম্বা অত্যর্থবোধক। যথা সুলভ, সুগম, সুচরিত্র, সুদুস্তর, সুকঠিন ইত্যাদি।

উৎ— উৎকৃষ্ট কিম্বা ঊর্দ্ধবাচক। যথা উদ্দীপ্ত, উৎফুল্ল, উদ্গত, উৎক্ষেপণ ইত্যাদি।

পরি— সর্ব্বতোভাব, অত্যর্থ কিম্বা পশ্চাদর্থ-বোধক। যথা পরিক্ষিপ্ত, পরিভ্রমণ পরিধাবন ইত্যাদি।

প্রতি— সাদৃশ্য, পরিবর্ত্তন কিম্বা পুনরর্থবোধক। যথা প্রতিমূর্ত্তি, প্রতিদান, প্রতিধ্বনি।

অভি— সমস্তাৎ আদিবাচক। যথা অভিমুখ, অভিগমন ইত্যাদি।

অতি— আধিক্যবোধক। যথা অতিকৃশ অতিবল ইত্যাদি।

অপি— নিশ্চয়ার্থ কিম্বা সমুচ্চয়ার্থবাচক। যথ অপিধান, অপিচ ইত্যাদি।

উপ— নৈকট্য কিম্বা সাদৃশ্যবোধক। যথ উপদ্বীপ, উপমাতা ইত্যাদি।

আ— সীমা কিম্বা ব্যাপ্তিবোধক। যথা আক- আপাদমস্তক ইত্যাদি।

সম্পূর্ণ।